Book House Pedia

তক্ষক

ধ্রুব এষ

Book House Pedia

Book House Pedia

টিকটিকি কে?
মারজুক রাসেল?
আয়না-মারজুক?
বাউলবংশের লোক?
কে টিকটিক করে
শূন্যতায়?
টিকটিকি!

Book House Pedia

Book House Pedia

টিকটিকি কে?

বাউলবংশের লোক?

টিকটিক করলেই, আয়নায় মারজুক!

টিকটিক করলেই, পঙ্খি!

ঘটনা কী?

ঘটনা কিছু না।

টিকটিকি একটা ফ্যান্টাসি কাহিনী।

রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার নিয়ে ফ্যান্টাসি।

নাম ভূমিকায়, মারজুক রাসেল।

পার্শ্বচরিত্রে... ।

এই বইটা

প্রিয় মারজুককে

Book House Pedia

Book House Pedia

Book House Pedia

এই ঘরে মানুষ থাকে না?

মানুষের ঘরে কী কী থাকে?

একটা আয়না?

এই ঘরে আছে।

একটা কাঠের টুল?

এই ঘরে আছে।

আর দেয়ালে একটা বোররাকের ছবি?

এই ঘরে আছে।

আর?

মানুষের ঘরে আরও অনেক কিছু থাকে।

এই ঘরে আর কিছু নেই।

ঘরের একটা মাত্র জানালা। সেটা বন্ধ।

দরজাও বন্ধ।

ঘরের ভেতর আবছা অজমাট অন্ধকার।

Book House Pedia

টুল, আয়না, বোররাক অস্পষ্ট দেখা যায়।

আয়নায় বিবর্ণ দেয়ালের ছায়া। কাঠের একটা ফ্রেইম থাকত আয়নাটার, মনে হতো মোহাম্মদ কিবরিয়ার পেইন্টিং।

এই ঘরে কোনো বাউন্ডুলে থাকে?

সে খায় না, ঘুমায় না, নাকি?

নাকি কেউ থাকে না?

পরিত্যক্ত ঘর?

পরিত্যক্ত না।

'টিক! টিক! টিক!'

গম্ভীর গলায় একটা টিকটিকি ডাকল।

ঘরের কোথায়ও।

কিন্তু গম্ভীর ভাইকে দেখা গেল না।

তারপর দেখা গেল আয়নায়। আয়নার ভেতরে। বিবর্ণ দেয়ালের টেক্সচারে বিদ্যমান।

তবে শুধু আয়নার ভেতরেই।

ঘরের দেয়ালে ভাই নেই।

আয়নায় তা হলে?

কীভাবে?

রিফ্লেকশন?

রিফ্লেকশন না।

তা হলে?

এটা একটা ব্যাপার, কিংবা ব্যাপার না!

Book House Pedia

Book House Pedia

আয়নার গম্ভীর ভাই প্রাপ্তবয়স্ক।

টিকটিকিদের আয়ু কতদিন?

দিন না বছর?

টিকটিকিদের বউরা বছরে একবার মাত্র দুটো শাদা ডিম পাড়ে। তা হলে বছরই। কয়েক বছর আয়ু টিকটিকিদের?

গম্ভীর ভাইয়ের বয়স তা হলে...?

ভাই ম্যালা কিছু দেখেছেন দুনিয়ার।

জন্ম এবং...

সকাল এবং...

শীত এবং...

অন্ধকার এবং...

এবং

এবং

এবং

ইত্যাদি ইত্যাদি। বিস্তর দেখেছেন।

কিন্তু ভাই... কোথায় গেলেন?

আয়নায় নেই আর।

দেখা যাচ্ছে না।

ঘর শূন্য এবং নিস্তব্ধ।

আধ সেকেন্ড, পোনে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড।

এক দশমিক শূন্য এক সেকেন্ড কাটল। দশমিক শূন্য দুই সেকেন্ড...।

এবং...

গম্ভীর ভাইয়ের মুণ্ডু আবার দেখা গেল আয়নায়। তবে আয়নার ভেতরে রিফ্লেক্টেড দেয়ালের টেক্সচারে না, আয়নার সারফেসের উপরে। ডান কোণায়। এই ঘটনা কী করে ঘটল?

যে করে ঘটে!

ঘটল। তারপর?

গম্ভীর ভাই কী দেখেন আয়নায়?

বিবর্ণ দেয়াল?

Book House Pedia

দেয়ালের টেক্সচার?

নাকি শূন্যতা?

নাকি মানুষ যা দেখে না...?

সেই রকম কিছু দেখে ভাই আবার টিকটিক করে উঠলেন? এবং আবার অদৃশ্য হলেন?

হবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার এই যে, নারী-জাতির টিকটিকিরা টিকটিক করতে পারে না। প্রকৃতি তাদেরকে সেই ক্ষমতা দেননি। প্রকৃতির এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে, নারীবাদী লেখক অরুণিমা কুর্চি একটা জটিল প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই জটিল প্রবন্ধের শিরোনাম, 'পুং প্রং-এর চোখ ১টা'

গম্ভীর ভাই কী অবগত?

অরুণিমা কুর্চির প্রবন্ধ পড়েছেন?

পড়ে থাকতে পারেন।

নাও পারেন।

এই রকম একটা কনফিউজিং মুহূর্তে ভাই আবার টিকটিক করে উঠলেন।

'টিক! টিক! টিক!'

আর একজনকে দেখা গেল আয়নায়।

আয়নার ভেতরে।

ঘরে কেউ নেই।

কোথাও কোনও কোণায় নেই সে।

আছে আয়নায়।

আয়নার ভেতরে।

আয়নার ভেতরের জগতে?

আয়নার ভেতরের জগৎ!

ওয়ান্ডারল্যান্ড?

আরশীনগর।

আরশীনগর থেকে সে হাসল।

তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে লম্বা। চোখ ধাঁধানো লাল টি-শার্ট আর নীল জিন্সের প্যান্ট পরে আছে।

Book House Pedia

'মে নিকং রে ল?' সে বলল, 'তুমি কেমন আছ?'

'নিং কং রে।' সে বলল, 'ভালো আছি।' বলে আয়না থেকে বের হয়ে এল!

ঘরের ফ্লোরে তার পায়ের ছাপ পড়ল।

পায়ের ছাপ না, জুতা পরা পা। শাদা রঙের কেডস। কেডসের ছাপ পড়ল তা হলে।

সে হেঁটে গেল জানালার ধারে। ঘুরে একবার আয়না দেখল এর মধ্যে। কিন্তু আয়নায় তাকে দেখা গেল না। রিফ্লেকশন পড়ল না।

সে জানালা খুলে দিল এবং অনেক রোদ ঘরে লাফ দিয়ে পড়ল।

ধুলি ধূসর ফ্লোর। কেডসের ছাপ রোদে স্পষ্ট হয়ে ফুটল আর স্পষ্ট দেখা গেল তাকে।

মারজুক রাসেল?

সে?

কবি? দি পোয়েট মারজুক রাসেল?

দি পপুলার নাটকের ক্যারেক্টার এবং দি স্ক্রিপ্ট রাইটার?

জটিল ঘটনা।

মারজুক রাসেলের লুক অ্যালাইক সে। একদম মারজুক রাসেলের মতো দেখতে।

একদম কি, মারজুক রাসেলই।

নাকি ক্লোন? মারজুক রাসেলের ক্লোন করা হয়েছে?

কিন্তু ক্লোন আয়নায় থাকবে কেন?

আয়নার জগতে?

তা হলে কে সে?

আয়নার মারজুক?

জটিল!

তবে ব্যাপার না।

তাকে বলা হোক, আয়না-মারজুক?

হোক।

দেখা যাক কী করে সে এখন?

Book House Pedia

Book House Pedia

রোদ তার মুখে পড়েছে। আয়না-মারজুকের।

সে হাসল এবং বলল, 'ব্যাপার না।'

কী যে ব্যাপার না?

এরকম বলে মারজুক রাসেলও।

ব্যাপার না।

আয়না-মারজুক বোররাকের ছবিটা দেখল। আর সারা ঘরের বিবর্ণ দেয়াল। দেয়ালের হতশ্রী টেক্সচার। একটা ঘড়ি নেই কেন দেয়ালে?

ঘড়ি হোক একটা?

হোক।

কবিরা 'হও' বললে সব হয়।

আয়না-মারজুক কি কবি?

হতেও পারে।

একটা ঘড়ি ফুটল দেয়ালে।

ঘড়ির ভেতর মেঘ। চলমান মেঘ।

কাঁটা আর সময়সূচক নাম্বারসমূহও কেন মেঘ হয়ে যাচ্ছে না?

সময়ের মেঘ হতে নেই?

১১টা ১০-১১ বাজে।

আচ্ছা, ঘড়ি কে অবিষ্কার করল?

মানব সভ্যতার মহা একটা সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে লোকটা। অনন্ত কালের জন্য সময়ের ফাঁসে আটকা পড়ে গেছে মানব সম্প্রদায়। সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টার ফাঁস থেকে আর কোনোদিনও বেরুতে পারবে না।

দুঃখজনক।

আয়না-মারজুক কি এইসব ভাবল?

তাকে চিন্তিত দেখাল কিছুক্ষণ।

১১টা ১৭ বাজল।

অল্প ঠাণ্ডা একটা হাওয়া দিল আর বোররাকের ছবিটা অল্প উড়ল।

ব্যস্ত দেখা গেল আয়না-মারজুককে।

তার কিছু মনে পড়েছে?

ধূলিধূসর ফ্লোরে বসে পড়ল সে। বামপন্থী জুতার ফিতা টেনেটুনে,

Book House Pedia

খুলে, আবার বাঁধতে বাঁধতে, কাকে শোনাল?

'থাকবো নাকো বন্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ...
ঘুরছে মানুষ...
ঘুরছে মানুষ...
মানুষ কি ঘুরে? নাকি ঘুরে না?'

খোলা জানালা বন্ধ করল না। বন্ধ দরজার কপাট খুলে সে বেরুলো। আবার লক করে দিচ্ছিল, তিন সেকেন্ড সময় নিল, দরজার কপাট ফাঁক করে আবার ঘরের ভেতর মুণ্ডু ঢুকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আবার আসিব ফিরে। কবি বলেছেন।'

Book House Pedia

Book House Pedia

২১ একটা মেয়ে, আরেকটা ঘরে।

এই মেয়েটা হলো রূপন্তী।

রূপন্তী আর্টিস্ট। ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসে পড়ে। বিএফএ থার্ড ইয়ার। ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং। সেটা তার ঘর দেখলেই বোঝা যায়। আর্টিস্টের ঘর। রং আছে এবং রঙের ঘ্রাণ আছে। অয়েল কালার, অ্যাক্রিলিক, লিনসিডের এসেন্স। কিছু আঁকা, কিছু না-আঁকা ক্যানভাস। ক্লাস স্টাডি সব। রিয়েলিস্টিক। স্টিল লাইফ, ল্যান্ডস্কেপ...। অ্যাক্রিলিকে কচুরিপানার ফুল এঁকেছে একটা ক্যানভাসে। সব ক্যানভাস দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। একটা মাত্র ড্রয়িং দরজায় আটকানো। নিউজপ্রিন্টে চারকোলে রূপন্তীর পোরট্রেট। সেলফ্ না, হিরণদার ড্রয়িং। ভালো ড্রয়িং। কিন্তু প্রেমে পড়ার মতো ভালো না।

ভালো হলে কী?

হিরণদার প্রেমে পড়ত রূপন্তী?

হয়ত পড়ত। হয়ত পড়ত না।

না, কী?

'নারে ভাই, পড়তাম না। আমি আটিশ বিয়ে করব না।'

ইনস্টিটিউট আজ ছুটি।

এখন একটা ছবি আঁকছে রূপন্তী। কী আঁকছে বোঝা যাচ্ছে না।

Book House Pedia

মাত্র এক দুইটা টানটোন দিয়েছে। অ্যাক্রিলিকে আঁকছে। এই একটা রং, 'জোশ রং বানাইছে!' জলরং এবং অয়েল, দুই রকম ট্রিটমেন্টেই কাজ করা যায়। ক্যানভাস এবং কার্টিজ পেপারে আঁকা যায়।

রূপন্তী এখন যে ছবিটা আঁকছে, এটা অবশ্য ক্লাস স্টাডি না। কী বলা যায়? 'মনুক্তি' স্টাডি?

তৃণাংকুর বলে 'মনুক্তি'।

তৃণাংকুর পড়ে ওরিয়েন্টালে।

ফার্স্ট ইয়ার থেকেই তারা এক সার্কেল। রূপন্তী, তৃণাংকুর, সুমাইয়া, শিমুল, জয়, রুম্পা এবং মোটালিসা। এর মধ্যে জয়-সুমাইয়া কাপল। গত শীতকালে বিয়ে করেছে। বাচ্চা কাচ্চা নেয়নি। দুইটাই সাইকি। দাম্পত্য কলহ ছাড়া মনে হয় একদিনও সংসার করেনি। শিমুল আর রুম্পা গোয়িং...। উনারাও বিয়ে করবেন এবং মারপিট করে কাটাবেন। তবে রুম্পা কেরাটেকার। ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার। শিমুল মারপিট করে পারবে না। এই জন্য মারপিট নাও করতে পারে তারা। এরা ছাড়া দলের অন্যরা সিঙ্গেল। তৃণাংকুর সিলেটী পাবলিক। আর্টিস্ট না হয়ে ভালো গায়ক হতে পারত। এমন দরদ দিয়ে গান গায়,

'মন কই যাও রে, কে নিল ধরিয়া,
সোনার পিঞ্জিরা রইল, জমিনে পড়িয়া
মন কই যাও রে।।
যাইও না, যাইও না, মনরে
নিষ্ঠুর হইয়া...'

শেখ ভানুর গান।

তৃণাংকুর অনেক বলে 'মনুক্তি' শব্দটা। সিলেটী এই শব্দটার অর্থ, যা মনে হয়।

যা মনে হয় আঁকছে রূপন্তী।

ড্রয়িং করে নি, ব্রাশে যা হয়।

একটা জারুল গাছ মনে করে আঁকছে।

দেখেছে কোথায়ও।

পার্কে না, অন্য কোথাও।

ফুলবতী একটা জারুল গাছ।

পার্পল রঙের ফুল।

Book House Pedia

আঁকছে।

ফুল আঁকার মধ্যে ফোন বাজল।

'ধর! ধর!' ক্রাউড।

'ধর! ধর! ধর! ধর!...'

এটা রূপন্তীর ফোনের বর্তমান রিংটোন।

'ধর! ধর!...'

রূপন্তী ধরল না।

তিন সেকেন্ড হয়ে 'ধর! ধর!' বন্ধ হয়ে গেল।

কয়টা জারুল ফুল ফুটল ক্যানভাসে।

আবার 'ধর! ধর!'

রূপন্তী ধরল না।

আরও কিছু জারুল ফুল ফুটল।

আবার 'ধর! ধর!'

রূপন্তী ধরল না। একটা জারুল গাছের স্মৃতি তার মাথায়। কোথাও দেখেছে। এটা আঁকতে পারলে... একটা স্বপ্ন! এই সময় ফোন ধরে কেউ? ফোন করে কেউ? এবং কেন? এবং কে? ইনস্টিটিউট গ্রুপের কেউ হলে, পরে কলব্যাক করে কিছু উল্টাপাল্টা কথা শুনে নিলেই হবে। অন্য কেউ হলে...!

স্যাপ গ্রিনের টিউবটা নিল রূপন্তী। জারুল পাতা আঁকবে। প্লেটে রং নিল এবং স্পেচুলা। পাতা স্পেচুলা দিয়ে আঁকবে। ...মাত্র রং নিয়েছে স্পেচুলায়, আবার 'ধর! ধর!'

'ধর! ধর! ধর! ধর!'

উফ্! এ তো আঁকতেই দেবে না!

উঠল রূপন্তী।

এক নিঃশ্বাসে চিন্তা করে নিল–

রুম্পা যদি হয় কি গালি দেবে?

জয় যদি হয় কী গালি দেবে?

শিমুল যদি হয় কী গালি দেবে?

মোটালিসা... তৃণাংকুর...

সুমাইয়া যদি হয়...

স্বাতী আপু যদি হয়...

Book House Pedia

কিন্তু তার ফোন কোথায়? কোথায়? কোথায়? ... কোত্থেকে বাজছে? ও ফ্লোরেই। 'এসেনশিয়াল দালি' বইটার নিচে। বের করে ধরতে ধরতে 'মিস কল' হয়ে গেল। নাম্বারটা দেখল রূপন্তী। আননোন নাম্বার। কে? ... কলব্যাক করবে? করল রূপন্তী। রিং হলো এবং কে একজন ধরল। যে ধরল সে 'হ্যালো' বলল না, হাসকি টোনে বলল, 'কী করো, পঙ্খি?'

'পঙ্খি?' রূপন্তী বলল, 'তুই কে রে?'

'আমি পঙ্খি, আমি।'

'তুই পঙ্খি তুই? তুই কে?'

'বলব না, পঙ্খি।'

'বলবি না?'

'না।'

'বলবি! তুই বলবি, তোর ঘাড় বলবে!'

'ঘাড় কথা বলতে পারে না, পঙ্খি।'

'ও, তুই কোন পঙ্খির বাচ্চারে?'

'পঙ্খির বাচ্চা? হইতেও পারি।' হাসল মনে হলো পঙ্খির বাচ্চাটা। বলল, 'এই জন্যেই কবি মনে হয় বলেছেন...'

'কবি আবার কী বলছেন? কোন কবি?'

'কবি, পঙ্খি। কবি বলেছেন... তুমি আমারে নিয়া উড়বা না?'

'এই কথা তোর কবি বলছেন?'

'না পঙ্খি, এই কথা না, কবি অন্য কথা বলছেন। নানাবিধ। তোমার সঙ্গে আমার দেখা তো হইবোই। দেখা হইলে বলব। কবি কী কী কথা বলেছেন।'

'তোর সঙ্গে আমার দেখা হইবোই, এই কথা তোকে কে বলল?'

'দেখা না হইলে তো হবে না, পঙ্খি।'

'কী হবে না দেখা না হইলে?'

বলল না, কী হবে না। লাইন কেটে দিল? পঙ্খির বাচ্চা?

আবার কলব্যাক করবে রূপন্তী?

না।

তবে নাম্বারটা সেইভ করে রাখল।

PONKHIR BACHCHA লিখে সেইভ করে রাখল।

আরও অনেক পঙ্খির বাচ্চা আছে এরকম। উদাহরণস্বরূপ

Book House Pedia

বিখ্যাত জিকির ফিয়াঁসের কথা বলা যায়। ফোন করেই জিকির ফিয়াঁসে জিকির করতে থাকে 'রূপন্তী! রূপন্তী!...রূপন্তী! রূপন্তী!'... রেকর্ড আছে ২১ মিনিট ধরে জিকিরের। সেদিন ফোন ধরেই ফোন ফ্লোরে রেখে একটা ছবি দেখতে বসে গিয়েছিল রূপন্তী। বুনুয়েলের ছবি। 'ভিরিডিয়ানা'। দেখতে দেখতে ফোনের কথা যখন মনে পড়ল, ২১ মিনিট পার হয়ে গেছে। এবং ফোন তখনও কানেকটেড। কী সর্বনাশ! ধরে শুনল জিকির, 'রূপন্তী! রূপন্তী! রূপন্তী! রূপন্তী!...'

ফোন নাম্বার পায় কোত্থেকে এরা? পঙ্খির বাচ্চা! পঙ্খির বাচ্চা না, ব্যাটা ভূত! ভৌতিক ক্যারেক্টার!

তুমি কি করো, পঙ্খি?

অ্যাহ্-হ্!

তোকে বলতে হবে আমি কি করি?

ফোনে PONKHIR BACHCHA বের করল রূপন্তী।

ডিলিট করল। VOOT লিখে লাখল।

স্বাতী আপু বাসায় নেই এখন। ফোন করে তাকে কি বলা যায়? ব্যাটা ভূত পঙ্খির বাচ্চার ঘটনা? স্বাতী... না, থাক, এখন না... পরে...।

Book House Pedia

Book House Pedia

রিকশায় কে যায়?

মারজুক রাসেল? দি পোয়েট, দি অভিনেতা এবং দি স্ক্রিপ্ট রাইটার?

না, সেই ঘরের আয়না-মারজুক?

ধরা যাচ্ছে না।

দু'জনের একজন হবে।

ফোনে কথা বলতে বলতে সে যাচ্ছে।

এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে।

'ময়ূরাক্ষী' জুতার দোকান পার হওয়ার সময় কেউ একজন তাকে ডাকল।

'অ্যাই মারজুক!'

'ক্যাটস আই' পার হওয়ার সময় কেউ ডাকল।

'মারজুক ভাই! ও, মারজুক ভাই!'

বাটার মোড়ে আরও কেউ একজন।

'মাপজুক! অ্যাই মাপজুক!'

এ মেয়ে।

কারোর ডাক শুনেছে এরকম মনে হলো না 'ডাকি তো' মারজুককে।

সে মানুষজন, ম্যানিকিন এবং রিকশাঅলার শার্ট দেখতে দেখতে

Book House Pedia

ফোনে কারোর সঙ্গে কথাও বলছে না, সংগীত শোনাচ্ছে,

'ওরে পঙ্খিরে
তুমি থাকো দূরেরে
ওরে
ওরে পঙ্খিরে
দুনিয়া পোড়েরে
ওরে
ওরে পঙ্খিরে...'

কলাপাতা সবুজ রংয়ের একটা টি-শার্ট পরে আছে সে। পিঠে একটা ব্ল্যাক টিকটিকির স্ক্রিনপ্রিন্ট। এম. সি. এশারের আঁকা টিকটিকি।

অ্যাবসার্ড টিকটিকি।

বাংলা কী হবে?

অসম্ভব টিকটিকি?

কাকে গান শোনায় টিকটিকিঅলা?

অসম্ভব টিকটিকিঅলা?

পঙ্খি কে?

পঙ্খি কে?

রূপন্তী ২১?

শাহবাগের আজিজ মার্কেটে দেখা যাচ্ছে মারজুক রাসেলকে।

অরিজিনাল মারজুক রাসেল।

ভীষণ লাল টি-শার্ট এবং থ্রি কোয়ার্টার খাকি প্যান্ট পরে আছে। তার টি-শার্টে এশারের টিকটিকি নেই।

একতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছে দাড়িঅলা একজনের সঙ্গে। আরেকজন দণ্ডবৎ ঘটনা দেখছে। কাঠঠোকরার মতো এ দেখতে। লম্বা। আর দাড়িঅলা মাঝারি উচ্চতার। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দাড়ি। চোখের মণি নীল। বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে সে, 'আমি মিয়া কিছু বুঝি না? কিছু বুঝি না? আমি শিশু! ফিডারে দুধ খাই? হ্যাঁ আমি কিছু বুঝি না? আমারে

Book House Pedia

তানজিকার বাপের রোল দেয়! আমি কী তানজিকার বাপের বয়সী? তুমি বল?'

মারজুক রাসেল বলল, 'ভাই! ভাই!...'

'রাখো মিয়া, ভাই! আমি বুঝি না? এইসব চক্রান্ত! আমারে নিয়া কন্‌স্‌পাইরেসি! কন্‌স্‌পাইরেসি! সে কি মনে করছে? আমি তানজিকার বাপের রোল করলে, মানুষ ভাববে আমার বয়স একষট্টি?'

'না ভাই, মানুষ ভাবব তেষট্টি।'

'কী?'

'না ভাই, বুঝছেন? আপনেরে ভাই দেখলেও আপনের বয়স আন্দাজ করা যায় না। বলে না, গাছ-পাথর নাই আর কি! না দেখলে মনে হয় তেষট্টি বুঝছেন? দেখলে মনে হয় তেইশ চব্বিশ!'

দাড়িঅলার চোখ সস্নিগ্ধ হলো।

মারজুক রাসেল বলল, 'কসম ভাই! ইসকুল গোয়িং মেয়েরা রাস্তায় আপনেরে দেখলে কী করে দেখেন? আপনেরে বয়স্ক মনে হইল করত?'

'এইটা অবশ্য তুমি মিয়া একটা যুক্তির কথা বলছো।' মনে হলো দাড়িঅলা সন্দেহমুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু পূর্বরাগ তাতে কমেনি। সেকেন্ডে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল সে, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা মিয়া, এক আষাঢ়ে বর্ষা যায় না! এক ভাদ্রে ইয়ে যায় না! আমি কী নাটক বানাইতে পারি না? বানাবো দেখবা। তারে মিয়া তিশার দাদার রোল দেব। দ্য গ্রান্ড ফাদার অব তিশা। হি মাস্ট অ্যাক্ট। মাস্ট অ্যাক্ট! আমি তানজিকার বাপ হইতে পারলে সে তিশার দাদা... গ্র্যান্ড ফাদার হতে পারবে না? অবশ্যই পারবে! চক্রান্ত করে! কন্‌স্‌পাইরেসি? হ্যাঁ?'

'ভাই! আপনে...'

'না মিয়া, এই সব আমি...'

'ভাই! ভাই!' মারজুক রাসেল নিবৃত্ত করল চোখের মণি নীল দাড়িঅলাকে, 'আমি দেখতেছি...'

'হ মিয়া তুমি তো সবই...'

'ভাই! ভাই! ব্যাপার না, বুঝেন না... ভাই, অনুমতি দিলে যাই এখন?'

'কোথায় যাবা তুমি? কোথায় যাবা এখন?'

'হিরোইন দেখব, আর কী ভাই!'

Book House Pedia

'দেখ মিয়া, হিরোইনই দেখ!'

'জ্বি ভাই, আমি যাই।' বলে মারজুক রাসেল কাট দিল এবং মার্কেটের সিঁড়ি ব্যবহার করল। আর তাকে দেখা গেল না।

এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিল যে ব্যক্তি, কাঠঠোকরা, সে অষ্টপাটি দাঁত বের করে নিঃশব্দে একটা শেয়াল-হাসি দিল এবং কমেন্ট করল, 'হিরোইন!' ক্ষিপ্ত ব্যক্তি বলল, দোতলায়!' বলে ফ্যাসফ্যাস করে হাসল।

Book House Pedia

Book House Pedia

এশার

দ্য কমপ্লিট গ্রাফিক ওয়র্ক

এই বইটা দেখছে রূপন্তী।

ওলন্দাজ মাস্টার এশার। এম. সি. এশার।

মরিটস্ কর্নেলিস এশার। ১৮৯৮-১৯৭২।

আজব এক আর্টিস্ট।

তার ছবিকে বলা হয় 'অ্যাবসার্ড'।

অসম্ভব ছবি?

একটা একটা প্লেট দেখছে রূপন্তী।

টাওয়ার অব বেবেল।

নেভার থিংক বিফোর ইউ অ্যাক্ট।

ড্রয়িং হ্যান্ডস।

কিউবিক স্পেস ডিভিশন।

মেটামরফসিস...।

কী যে আজব একেকটা ওয়ার্ক!

মেটামরফসিস-১ যেমন। কিছু ঘরবাড়ি ক্রমিক একটা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা চাইনিজ বালকে পরিণত হয়েছে। এক রঙের উডকাঠ।

যেমন, ড্রয়িং হ্যান্ডস। এটা লিথোগ্রাফ। শার্টের আস্তিনঅলা দুটো ড্রইং-হ্যান্ডস... হাতের ড্রয়িং। একটা হাত অন্য হাতটাকে আঁকছে। হয় ওপরের হাতটা নিচের হাতটাকে, নয় নিচের হাতটা ওপরের হাতটাকে। কোন হাতটা যে কোন হাতটাকে আঁকছে, এটা বুঝতে পারা অসম্ভব।

দার্শনিক, গণিতবিদদের অত্যন্ত প্রিয় আর্টিস্ট এশার। একেকটা

Book House Pedia

ছবি একেকরকমের। এক একটা বিস্ময়। দেখল রূপন্তী।

রিলেটিভিটি।

ডে অ্যান্ড নাইট।

অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড ডিসেন্ডিং।

বার্ডস অ্যান্ড বাটার ফ্লাইজ।

স্মলার অ্যান্ড স্মলার...।

স্মলার অ্যান্ড স্মলার উড এনগ্রেভিং এবং উডকাট।

টিকটিকির ড্রইং। ছোট টিকটিকি, বড় টিকটিকি। শাদা কালো টিকটিকি সম্প্রদায়। অনেকক্ষণ ধরে একটা নির্দিষ্ট কালো টিকটিকি দেখল রূপন্তী। কেন দেখল বলতে পারবে না। দেখে ফোন করল ভূতকে। এবং শুনল, 'আপনি ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন। অনুগ্রহ করে... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আবার ফোন করল।

একই ঘটনা।

আবার ফোন করল।

একই ঘটনা।

কিন্তু ভুল নাম্বারে মানে?

নাম্বার ভুল হবে কেন?

কল থেকে নাম্বার স্টোর করা হয়েছে!

তা হলে?

ডিসপ্লেতে নাম্বার দেখা যায়।

VOOT সিলেক্ট করল রূপন্তী।

নাম্বার?

এ কী?

নাম্বার কোথায় VOOT-এর?

সাতটা না আটটা...!

আটটা α।

α α α α α α α α

আটটা না নয়টা...!

α α α α α α α α α

নয়টা না...

Book House Pedia

Book House Pedia

দশটা...

দশটা না, এগারো...!

আশ্চর্য! একটার পর একটা α মনিটরে ফুটছে।

ছোট ছোট অনেক α হলো

α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α
α α α α α α α α

মানে কী এর?

অরিজিনাল মারজুক যখন আজিজ মার্কেটের দোতলায় উঠল আজিজ মার্কেট সংলগ্ন রাস্তায় দেখা গেল আয়না-মারজুককে। লাল টি-শার্ট পরা আয়নার বাসিন্দা। অ্যাবসার্ড সেই টিকটিকি ছাপা টি-শার্ট। হেঁটে সে আজিজ মার্কেটে ঢুকল। সে কোথায় যাবে? দোতলায়ই? সিঁড়ির দোরগোড়ায় যখন পৌঁছেছে, মার্কেটের লিফটের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

এই সিঁড়ি থেকে দেখা গেল তাকে। তিনিও দেখলেন আয়না-মারজুককে। না, তিনি দেখলেন, মারজুক রাসেলকে।

'ওহে, বাংলা কবিতার নাইটগার্ড!'

বড়ু চণ্ডীদাস হাঁক পাড়লেন আর লোডশেডিং হলো মার্কেটে।

নিমেষে মার্কেট কি তল্লাটই অন্ধকার!

ঘুরঘুট্টি অমাবস্যার রাতের অন্ধকার পা ছড়িয়ে মার্কেটে লাফ দিয়ে পড়ল। সমবেত হাহাকার সূচক একটা হা ধ্বনি উঠল তল্লাটে।

Book House Pedia

অন্ধকার ঘরে একা বসে আছে রূপন্তী। মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের মৃদ সবুজ আলো তার মুখের একপাশে পড়েছে। সবুজবতী অবুঝবতী একটা মেয়ে মনে হচ্ছে তাকে। VOOT মিয়া এসএমএস করেছে। সংক্ষিপ্ত এসএমএস। রূপন্তী পড়ল।

: Urba Ponkhi?
From VOOT.

রিপ্লাই করল রূপন্তী।

: Tor songhe na

অতঃপর...

: Ken na? Ponkhi?
: Tui VOOT tor dana nei
: Kochuripana
: Kiiii?
: Tumi amar loge urbaiii
: Urboi?
: Urbajiii
: Na a a a a a a a
: Urbajiiiii
: Na a a a a a a a a a a a ...

এসএমএস-এসএমএস খেলা।

ভূত-ব্যাটা ইন্টারেস্টিং। কে ব্যাটা? চেনা পঙ্খি? না, অচেনা পঙ্খি? পঙ্খি না, ভূত, ভৌতিক ক্যারেক্টার!

এটা ভালো।

মানুষের ক্যারেক্টার, ভৌতিক হবেই।

Book House Pedia

Book House Pedia

মেঘঘড়ি, টুল, আয়না। বোররাকও ঝুলছে। এবং একটা ক্যাম্পখাট এখন দেখা যাচ্ছে ঘরে। আয়না-মারজুক ক্যাম্পখাটে ঘুমাচ্ছে।

ঘুমায় সে তা হলে!

তার ঘুমে ড্রিম সিকোয়েন্স হয়?

হয়।

এখন হচ্ছে?

হচ্ছে।

স্বপ্ন দেখছে সে।

কী স্বপ্ন?

স্বপ্ন দেখছে লাল বাউল হয়ে একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে। ট্রাফিক পুলিশের ট্রেইনড ঘোড়া। অস্থির হচ্ছে না একটুও, মনে হচ্ছে ঘোড়া না। ঘোড়ার ফসিল।

ফসিল ঘোড়ার পিঠে বসে একটা গান ধরল আয়না-মারজুক,

পঙ্খিরে
পঙ্খিরে
তোরে না দেখিলে
মনটা উথালপাথাল করে
ওরেও
পঙ্খিরে
আমি থাকি পঙ্খি
আবছায়া আরশী ন-গরে...

এখন সকাল। রোদ স্নিগ্ধ।

Book House Pedia

আকাশ নীল এবং মেঘের দৃশ্যহীন।
আয়না-মারজুক জানালা আটকে ঘুমায়নি।
অবাধে রোদ ঢুকছে ঘরে।
গ্রিলের কারুকাজ ছাড়া জানালা।
'টিক! টিক! টিক!'
গম্ভীর ভাই ডাকলেন।
ভাইকে কোথাও দেখা গেল না।
সূর্য জানালা দিয়ে দেখল আয়না-মারজুককে।
গম্ভীর ভাই আবার ডাকলেন।
'টিক! টিক! টিক!'
স্বপ্নদৃশ্যে আয়না-মারজুক শুনল, 'কাট্! কাট্! কাট্!'
স্বপ্নদৃশ্য কাট্।
এবং ঘুম কাট্।
আয়না-মারজুক ঘুম থেকে উঠল। সূর্যকে দেখল এবং বলল, 'গুড মর্নিং, বড় ভাই!'

একই সময়ে একটা ফ্লাইওভারে দেখা গেল অরজিনাল মারজুক রাসেলকে। গতকালকের পোশাক সে পাল্টায়নি। ফ্লাইওভারের রেলিং-এ বসেছে। পা ঝুলিয়ে। কার সঙ্গে কথা বলছে মোবাইলে, '... আরে না মিয়া তুমি মিয়া... হ্যাঁ... সব সময় মিয়া একটা না একটা প্যাঁচ লাগাইয়া রাখো বুঝছ...! আমি এখন তারে কী বলব কও? সে মিয়া এই জগতের মানুষ?... বাউল বংশ মিয়া... অপরাধ যদি করে সাধন-সঙ্গিনীর পায়ে ধইরা মাপ চায়... হ্যাঁ... তুমি মিয়া তার কাছে যাও। আদব কায়দা কিছু শিখো নাই... মাফ চাও, কইবা সন্ন্যাসী....ব্যাপার না, বুঝছো?'

একই সময়ে...

Book House Pedia

শাওয়ার ছেড়ে গোসল করেছে রূপন্তী।

বাথরুমের আয়নার কাচ জলকণায় ঝাপসা।

মনে হচ্ছে কুয়াশা জমেছে।

কুয়াশা জমলে কাচে লিখে যেরকম, আয়নার কাচে এখন লিখল রূপন্তী– VOOT। লিখে হাসল এবং বলল, 'ও ভূত মিয়া! ভূত মিয়া!'

'ধর! ধর!'

ফোন বাজছে নাকি?

ফোন বাজছে।

'ধর! ধর! ধর!'

ফোন ঘরে।

ব্যস্ত সমস্ত হলো রূপন্তী।

মাথায় সবুজ টাওয়েল, ভেজা চোখ-মুখ, ঝটপট একটা নীল ম্যাক্সি পরে, ঘরে গিয়ে ফোন ধরল, 'হ্যাঁ মা, বলো... কী হয়েছে? ...হ্যাঁ, আমি হেভ্‌বি ভালো আছি, মা। হেভ্‌বি-হেভ্‌বি ভালো... বাবা ফোন করছিল... তোমরা মা প্রেমিক প্রেমিকা... বাবা তোমাকে এখনও সেরিনেড শোনায়... আহারে মা!... আরে না, স্বাতী আপুটা বুঝতে পারতেছ, একটা সুইট লিটল থিং, মা... লিটল থিং.... লিটল থিঙের এখন ওজন কত জানো? একাশি কিলোগ্রাম। বিলিভ মা... স্বাতী আপুর প্রেমিকটা এদিকে আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে উড়ে যায়! মিস্টার নীল টিঙটিঙ কাকা! ... নীলকাকা খুবই রাগী লোক মা।... নাহ্ আমি এখনও পড়ি নাই। ... পড়তেও পারি... নাও পারি.... আচ্ছা মা, রাখি। বাই!... হ্যাঁ বাই... বাই... আচ্ছা আমি ফোন করব।... আচ্ছা স্বাতী আপুকে বলব।... না, কে ডিসটার্ব করবে? আমাদের বাসা খুবই সিকিউরড, মা! স্বাতী আপুর মামার বাসা না? ... এইরকম আরও অনেক মেয়ে থাকে, মা। তুমি না এমন বোকা হয়ে যাচ্ছ!....উফ্‌ফ্ মা! আচ্ছা রাখি। ইনস্টিটিউটে যাব। দেরি হয়ে যাচ্ছে! রাখি বাই! সুইট মা, চুমু মা...।'

Book House Pedia

মেঘ-ঘড়িতে বাজে ১২টা।

১২টা ১০।

আয়না-মারজুক বের হয়ে গেছে। যথারীতি জানালা আটকায়নি।

রোদ পড়েছে বিবর্ণ শাদা দেয়ালে। আয়নায় রিফ্লেকশন।

অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ঘরদোর।

ধুলিধূসর টুলের সারফেসে কেউ আঙুল টেনে লিখেছে, 'রূপন্তী'

কে লিখেছে? আয়না-মারজুক?

নাকি গম্ভীর ভাই?

ভাই কী টিপসই? না স্বাক্ষর?

নাকি ভাই একজন কবি?

টিকটিকির রূপ ধারণ করে আছেন?

তাকে উজ্জ্বল ঘরে দেখা যাচ্ছে না।

১২টা ১৩ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে, ভাই পূর্ণবার আবির্ভূত হলেন। মেঘঘড়ির ফ্রেমে। প্রথমত টিকটিক করলেন না। সময় দেখলেন মনে হলো এবং যখন ১৫ সেকেন্ড হলো গম্ভীর গলায় শব্দ যোজনা করলেন, 'টিক! টিক! টিক!'

একটা রেডিও।

লাল রঙের একটা পুরনো রেডিও।

৩২

Book House Pedia

দেখা গেল ঘরের ধুলিধূসর ফ্লোরে।

বাজছে রেডিও।

ফ্রেন্ডজ, নাউ একঠা উম্‌ম্‌ম্‌... মাড়ঝুক ড়াসেলের গান!

গান বাজল।

'ওরে পঙ্খিরে
তুমি থাকো দূরেরে
ওরে
ওরে পঙ্খিরে
অন্তর পুড়েরে
দুঃখে নদী
দুঃখে মাটি
দুঃখে উজান
দুঃখে ভাটি
শূন্যে উড়েরে...
ওরে
ওরে পঙ্খিরে
তুমি
থাকো দূরেরে...'

গান শেষ হলো।

রেডিও জকি বলল, 'ফ্রেন্ডজ আমি এখন কথা বলল মাড়ঝুক ড়াসেলেড় সঙ্গে। ফ ইয়োর ইনফরমেশন, ফ্রেন্ডজ, মাড়ঝুক ড়াসেলেড় সিমকার্ড ঠুয়েন্টি-সিকস্‌... ২৬ঠা। আমি একঠা ট্রাই করে দেখি।...ইয়া, রিং অন! হেই মাড়ঝুক!'

'জ্বি ভাই?'

'নাউ, আপনি কোথায় মাড়ঝুক?'

'আপনে কে ভাই?'

'আমি আড় জে–'

'কার যে? ও, আর জে। ব্যাপার না! বলেন।'

'ফ্রেন্ডজ আমি কথা বলছি মাড়ঝুক ড়াসেলেড় সঙ্গে। ...ওয়েল মাড়ঝুক, ওড়ে পঙ্খিড়ে... পঙ্খিটা খে?'

'পঙ্খি? এইটা ভাই আমি কী কইরা বলব? পঙ্খি কে? আমার মনে হয় সুইট সিক্সটিন, অল সুইট সিক্সিটিনই পঙ্খি।'

Book House Pedia

'সুইট সিক্সটিনদের নিয়ে তা হলে 'পঙ্খিড়ে' গানঠা আপনি কড়েছেন?'

'পঙ্খিরে গানটা? কোন গানটা, ভাই?'

'এইমাত্র গানঠা আমি শুনিয়েছি ফ্রেন্ডজদের! আপনাড় আনড়িলিজড অ্যালবামের গান!'

'আনরিলিজড অ্যালবাম? কী অ্যালবাম? আপনে কে ভাই? ইন্ডিয়ান বাম?'

'মাড়ঝুক, এটা একটা লাইভ প্রোগাম।'

'আর ভাই লাইভ আর ডেড প্রোগাম। পঙ্খিরে উংকিরে আমার গান না। কার না কার গান শুনাইছেন, দেখেন। ব্যাপার না! রাখি।'

'ফ্রেন্ডজ লাইন কেঠে দিয়েছে। পংখিড়ে তাড় লেখা গান না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

গম্ভীর ভাই বিরক্ত হয়ে তাকালেন।

'...তুমি আর কী করবা বল?... মেয়েটারে মা ডাকত-না ও? ভালো... হ্যাঁ হ্যাঁ... আশ্চর্য! একটা বেজন্মা, তারে বিশ্বাস করো কেন তুমি? ... তোমার মতোন ভালো আর কেউ নাই...হ্যাঁ এই দুনিয়ায় কেউ নাই... হ্যাঁ আমি দেখা করতেছি... টেনশন করবা না... আমি দেখতেছি।' বলে ফোনের লাইন কেটে দিল মারজুক। অরিজিনাল এম আর। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার ফোন বাজল। আননোন নাম্বার। ধরবে? ধরল।

'হ্যালো কে?'

'মারজুক রাসেল বলছেন?'

মেয়ে কণ্ঠ।

'না।'

'এটা কি মারজুক রাসেলের নাম্বার?'

'না।'

'এটা তা হলে কার নাম্বার?'

'এইটা বারাক ওবামার নাম্বার। আগে ওসামা লাদেনের নাম্বার

Book House Pedia

ছিল।'

মেয়েটা হাসল, 'মারজুক রাসেলের নাম্বার কখন হবে?'

বুদ্ধিমতী মেয়ে। হেসে ফেলল মারজুক, 'হইছে। বলেন।'

'মারজুক ভাই, আমি সিঁথি! ইডেনে পড়ি! এইমাত্র রেডিও টুমরোয় আপনার 'পঙ্খিরে' গানটা শুনলাম। সুইট একটা গান হইছে, মারজুক ভাই।'!

'ভাইরে, 'পঙ্খিরে' আমার গান না।'

সিঁথি হাসল, 'গানটা কি 'আখড়া'র অ্যালবামে দেবেন? না সোলো?'

'না মিক্সড?' মারজুক বলল।

সিঁথি বলল, 'হ্যাঁ।'

'না, আন্টি।'

'কী?'

'বলতেছি এইটা আমার গান না, আন্টি।'

'স্ট্রেইঞ্জ! আপনি আমাকে আন্টি বলছেন কেন?'

'সুইট সিক্সটিন ছাড়া এই দুনিয়ার সব মেয়েরাই আমার আন্টি, আন্টি।'

'আপনার জেরিন কি সুইট সিক্সটিন?'

'জেরিন চিরকালের সুইট সিক্সটিন।'

'আমিও চিরকালের সুইট থারটিন! রাখি! বাই!'

বলে ফোনের লাইন কেটে দিল মেয়েটা।

মারজুক বলল, 'বাচ্চু!'

বাচ্চু বলল, 'বস।'

'এইটা ব্যাটা কি যন্ত্রণা হইল? তেরো চোদ্দটা ফোন পাইছি, বুঝছস। আমার একটা গান বাজাইছে রেডিওয়!'

'কোন গানটা, বস? মায়াবিনী?'

'আরে না ব্যাটা! পঙ্খিরে না উৎকিরে কি! আর জে ফোন করল দেখলি না?'

'কেইসটা কী বস? ব্যাপার? না, ব্যাপার না?'

'আরে ব্যাটা কিছুই ব্যাপার না। কিন্তু পঙ্খিরে...'

'রেডিও টুমরোর আর জে না বস? কিসলুরে ফোন দেই একটা। কিসলু এই কেইসটা ডিল করতে পারব।'

'বাদ দে। ব্যাপার না।'

Book House Pedia

ফ্লোরে শোয় রূপন্তী।

শুয়ে আছে।

দেয়ালে পা উঠিয়ে রেখেছে।

যোগাসন করে এরকম।

কিন্তু রূপন্তী যোগাসন করছে না।

সবুজ একটা শার্ট পরে আছে। কালো রঙের ট্রাউজারস।

চিবুকে ক্রিমসন রেড রং লেগে আছে তার।

অ্যাক্রিলিক ক্রিমসন।

জারুল গাছের ছবিটা হয়েছে।

কিন্তু ভালো লাগছে না তার। একদমই ভালো লাগছে না।

শুয়ে আড়চোখে সে ছবিটা দেখছে।

হাফসাইট করে দেখছে।

এটা হয়নি।

যে গাছটা আঁকা হয়েছে, সে এই গাছটা দেখে নি।

আবার আঁকবে।

যতদিন আঁকতে না পারবে, আঁকবে।

স্মৃতির জারুল!

অ্যাক্রিলিকে এ আসলে হবে না। অয়েল। অয়েল অন ক্যানভাসের ব্যাপারই আলাদা। অয়েলে আঁকতে হবে জারুল ফুল।

ফোন বাজল।

রিং টোন চেঞ্জ করেছে রূপন্তী।

পাখির শিসশাস।

Book House Pedia

ফিসফাসের মতো শিসশাস।
ফিসফাস হতে পারলে শিসশাস হতে পারবে না?
TRINA
CALLING
রূপন্তী ধরল, 'কী বন্ধু?'
তৃণাংকুর বলল, 'তুই কোথায়?'
'শুয়ে আছি, বন্ধু।'
'টুম্ব অব দ্য ড্রাগন এম্পেরর দেখবি?'
'কী?'
'টুম্ব অব দ্য ড্রাগন এম্পেরর। মামির সিক্যুয়েল।'
'দেখব। তবে তোর সঙ্গে না।'
'তবে তুই কার সঙ্গে দেখবি?'
'ভূতের সঙ্গে দেখব, বন্ধু।'
'কী?'
'ভুত। ভূত। ভি ডবল ও টি, ভূত।' বলে এমন হাসল রূপন্তী! জলতরঙ্গের শব্দের মতো তার হাসি।
'দ্য মাম্মি : টুম্ব অব দ্য ড্রাগন এম্পেরর' দেখতে সে গেল না।

Book House Pedia

Book House Pedia

আয়না-মারজুক আজ আবার একটা সবুজ রঙের টি-শার্ট পরেছে।

তবে সবুজটা অন্যরকমের।

টিয়া রং সবুজ।

অসম্ভব টিকটিকি আছে টি-শার্টে।

দুপুরের রোদে টিকটিকি সমেত তাকে দেখা যাচ্ছে শাহবাগ এলাকায়। জাতীয় জাদুঘর পার হয়ে হাঁটছে। ফুটপাতের একটা চায়ের দোকান থেকে খরখরে গলায় কে ডাকল, 'অ্যাই মারজুক!'

সে দাঁড়াল এবং তাকাল।

'কই যাও মিয়া?'

কে এই ব্যক্তি? পিয়েত মনদ্রিয়ান?

গোঁফ দাড়ি ঝোলা খিঁচোনো চোখ মুখ– যাবতীয় চিহ্ন সমেত, মনদ্রিয়ান না হলে অঁরি মাতিস, না হলে ম্যাক্স আর্নস্ট এ হবেই।

হোক।

আয়না-মারজুক বলল, 'হ্যাঁ।' অর্থহীন হ্যাঁ। বলে হাসল।

'চা খাও এক কাপ?'

'না।'

'সিগারেট? সিগারেট তো আবার তুমি খাও না! আপেল খাও। ন্যাশপাতি খাও। মোসাম্বি খাও। চেরিফুল খাও।'

'ফুল না ভাই, ফল খাই আর কি। চেরি ফল খাই।'

'তুমি ফুলও খাইতে পার, মিয়া।'

'আচ্ছা, খাবো।'

বলে আয়না-মারজুক দুই পা না হাঁটতে পিয়েত মনদ্রিয়ান অথবা

Book House Pedia

মাতিস অথবা ম্যাক্স আর্নস্ট, দাঁত মুখ আরও খিঁচিয়ে বলল, 'ইস্টার! ইস্টার ফিল্টার!'

আয়না-মারজুক হয়ত শুনল। হয়ত শুনল না।

ইগনোর করল শুনলেও।

জাতীয় গ্রন্থাগার পার হলে পর চারুকলা ইনস্টিটিউট। প্রথম যে গেইটটা পড়ল, তালা আটকানো। এবং একটা নোটিশ লটকানো।

'সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
আদেশ ক্রমে কর্তৃপক্ষ'

আয়না-মারজুক দাঁড়াল, নোটিস দেখল এবং হাসল।

একই নোটিস পরের গেইটেও লটকানো।

দাঁড়াল, দেখল এবং হাসল।

তবে এই গেইট মনে হয় মেইন গেট। খোলা এবং আর্টিস্টদের আনাগোনায় মুখর। সালভাদর দালি, পাবলো পিকাসো, ফ্রিডা কাহলো, রেনে ম্যাগ্রিতরা। চেনা লুক দিল কেউ কেউ। অন্যরা গ্রাহ্য করল না।

এবার মনে হলো আয়না-মারজুক ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকল না। হেঁটে পরের গেইট পর্যন্ত গেল। এবং দাঁড়াল। এবং হাসল। এই গেইটেও নোটিস লটকানো-

'সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
আদেশ ক্রমে কর্তৃপক্ষ'

আর্টিস্টরা সর্বসাধারণ না?

কবিরা কী?

কবি?

এই গেইটের পর কবির মাজার।

চিরনিদ্রায় শায়িত স্ফুলিঙ্গ- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

মাজারের রেলিঙের গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আয়না-মারজুক কবির সমাধি দেখল।

'নীরব কেন, কবি?

কবি, নীরব কেন?

বল বীর বল উন্নত মম শির

.....

.....

Book House Pedia

.....

মহাপ্রলয়ের নটরাজ

.....

.....

.....

এই শিখর হিমাদ্রির

.....

.....

.....

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না

.....

.....

.....

আমি সেই দিন হব শান্ত।

সেই দিন?'

আবৃত্তিকাররা শুনলে এতক্ষণে লাশ পড়ে থাকত আয়না-মারজুকের। 'বিদ্রোহী' এরকম করে কেউ পড়ে? কখনো পড়েছে?

এক ফোঁটা ক্রোধ উত্তাপ নেই কণ্ঠে!

এটা আবৃত্তি?

সবকিছু নিয়ে ইয়ার্কি করার একটা প্রবণতা আছে কিছু লোকের! 'বিদ্রোহী' না, মনে হচ্ছে, বলছে 'অমুকের বুয়া পালাইছে। অমুক আর কবিতা লিখব না।'

'দে গরুর গা ধুইয়ে।' সে বলল। আয়না-মারজুক।

এই কথার মানে কী?

বিদ্রোহী কবি এই কথা বলতেন।

খুব ফুর্তি হলে বলতেন।

দে গরুর গা ধুইয়ে!

কার গরু?

কিসের গরু?

'কবি, আপনি আর কবিতা লিখবেন না?

'মারজুক!'

Book House Pedia

কে ডাকল?– 'ছবির হাট' রাস্তার ওপারে। 'ছবির হাট' থেকে ডাকল...

'অ্যাই কবি!'

আয়না-মারজুক ঘুরে তাকাল।

কে ডাকে?

ঠিক এই সময় একটা রিকশা, শাহবাগের দিক থেকে এসে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মেইন গেইটে থামল। রিকশায় রূপন্তী। লাল একটা ফতুয়া আর ব্ল্যাক জিনসের প্যান্ট পরে আছে সে, ঝোলাও লাল রং।

দেখল না আয়না-মারজুক।

রিকশা ছেড়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে গেল রূপন্তী।

Book House Pedia

Book House Pedia

এই ঘরটা কিরকম অন্ধকার অন্ধকার।

খুপরি খুপরি ভাব।

তিনটা চেয়ার আর একটা টেবিল দেখা যায়।

মধ্যবয়স্ক, ইতর চেহারার এক লোক বসে আছে একটা চেয়ারে। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে এবং তাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু তাকে যে দেখছে তার চোখে কৌতুক। হাস্যোজ্জ্বল সে। অরিজিনাল মারজুক। হাসি-মুখে সে বলল, 'ভাই?'

ইতর বিধ্বস্ত এবং নিরুত্তর থাকল।

'শোনেন ভাই, আপনে যে ঘটনা ঘটাইছেন আপনারে আমি কী বলব? আপনার মুখে কী করব, ধরেন... থুথু দিয়া যাই?... কী ভাই? পারমিশন দিতেছেন? দেই থুথু?'

ফ্যাঁসফ্যাঁসে কাঁপা কাঁপা গলা শোনা গেল ইতরের, 'শোনো মারজুক, সিনিয়র একজন কবি হিসাবে....'

'সিনিয়র কবি? তুই কবি?'

'শোনো, তুমি...'

'তুই শোন ব্যাটা!'

'ক্-কী?... তু...তুমি তুই-তোকারি করতেছ কেন?'

'সরি ভাই, কী করব? আচ্ছা শোনেন আমার টাইম নাই। আপনি একটা বেজন্মা... বুঝছেন? মেট্রোপলিটান একটা বেজন্মা, আর কী...।'

'দেখো মারজুক তুম্...'

'আবার কথা কয়! অ্যাই বেজন্মার বাচ্চা বেজন্মা! অ্যাই! অ্যাই!'

ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাল মারজুককে। দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে। ঝুঁকে ইতরের শার্টের কলার ধরল এবং শূন্যে উঠিয়ে ফেলল ইতরকে।

অন্ধকার থেকে শোনা গেল, 'কাট্!'

Book House Pedia

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে রূপন্তী দেখল, স্বাতীর ঘরের দরজা খোলা এবং ফুল ভলিউমে গান বাজছে।

তোমার বাড়ির রঙের মেলায়
দেখেছিলাম বায়োস্কোপ
সেই বায়োস্কোপের নেশা আমার কাটে না...!

নিশীতার গান। স্বাতী ঘরে?

ঘরে। রূপন্তীকে দেখে গান অফ করল। রূপন্তী বলল, 'বন্ধ করলা ক্যান?'

'পরে আবার শুনব। এখন তোর সঙ্গে আমার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কথা আছে।'

'কি ইম্পর্ট্যান্ট কথা বল? তুমি এই সন্ধ্যায় ঘরে কেন?'

'কেন? আমি সন্ধ্যায় আমি ঘরে থাকি না?'

'থাকো সুইটার্ট! এখন বল তুমি কী বলবে?'

স্বাতী বলল, 'শোন্...'

স্বাতী একটা ব্ল্যাক টি-শার্ট আর ব্ল্যাক টাউজারস পরেছে। চুল পনিটেইল। নীল নাকফুল। সুইট লাগছে দেখতে। রূপন্তী বলল, 'কী? বল?'

স্বাতী এক নিঃশ্বাসে বলল, 'শোন তুই কি প্রেমে-উমে পড়ছিস?'

'প্রেমে–উমে?!'

'হ্যাঁ?'

'প্রেম?'

'হুঁ।'

'পড়ছি সুইটার্ট।'

Book House Pedia

'কী?' সঙ্গে সঙ্গে এক দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ গলায় নিয়ে স্বাতী বলল, 'এটা তুই পারলি? কী করে বল তো? তুই একটা প্রেমে পড়ছিস আর আমাকে একবারও বললি না?'

'কখন বলব? তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়?'

'দেখা হয় না?'

'এটাকে দেখা বলে না সুইটু। তুমি হচ্ছ একটা বিজি বিজি বি আর আমি একটা আনডু।'

স্বাতী বলল, 'ছেলেটা কে?'

'ছেলে না সুইটু।'

'বুড়া ধুড়া?'

'না সুইটু। এইচ ই না, এস এইচ ই।'

'কীহ্?'

'ইয়েহ্ সুইটু। আ'ম ইন লাভ উইথ আ শি।'

রূপন্তী হাসল।

স্বাতী বিস্মিত চোখে তাকাল। স্বাতীর চোখ দুটো মায়া মায়া। বিস্মিত হলে তাকে বাচ্চা-বাচ্চা দেখায়। বাচ্চাদের মতো বিস্ময় এবং অবিশ্বাস, দুই চোখের মণিতে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে সে বলল, 'কে? সে?'

'তুমি চোখ বন্ধ করে থাকো, সুইটু।' রূপন্তী বলল, 'তা হলে বলব।'

'না, তুই বল।'

'না। তুমি চোখ বন্ধ করো।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কিরে? চোখ বন্ধ!'

স্বাতী চোখ বন্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রূপন্তী জাবড়ে ধরল স্বাতীকে। ছোট্ট একটা আহ্লাদের চুমু খেয়ে বলল, 'আমি ইন লাভ উইথ ইউরে, সুইটু!'

'অ্যাই ফাজিল! ছাড়! ছাড়! অ্যাই! আরে। কী আশ্চর্য!'

'ছাড়ব না, সুইটু। আই লাভ ইউ!'

'ছাড় বলতেছি। বদমাইশ মেয়ে!'

'ছাড়ব না সুন্দরী! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হাঃ হাঃ! হাঃ!'

'ছাড় বলছি ছাড়! দেহ পাবি মন পাবি না, শয়তান!'

'আমি তোমার মন চাই না সুন্দরী। দেহটাই চাই! হোঃ! হোঃ! হোঃ!

Book House Pedia

হাঃ! হাঃ! হাঃ!'

দুই কন্যার হাসি কিছুক্ষণ সন্ধ্যাবেলার আকাশ মুখর করে রাখল।

আবার সিরিয়াস হয়ে গেল স্বাতী, 'না শোন...'

রূপন্তী বলল, 'আই লাভ ইউ।'

'থাপ্পড় খাবি মাগী। আমার কথা শোন।'

'ছিঃ! তুমি এতো খারাপ!'

'খারাপের তুই কী দেখছিস? আমি একটা সিরিয়াস কথা বলতেছি--'

'ওকে! বল! আমিও সিরিয়াস।'

সিরিয়াস ভাব ধরল রূপন্তী।

স্বাতী হাসতে গিয়েও হাসল না, বলল, 'হাইড করবি না, সত্যি কথা বল। তুই কি ইনভলবড্?'

'কী?'

'প্রেমে পড়ছিস?'

'কী বল তুমি?' রূপন্তী হাসল।

'আমার মনে হয় তুই প্রেমে পড়ছিস।' স্বাতী সিরিয়াস গলায় বলল, 'প্রেমে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে যায়।'

'সুন্দর না সুইট্টু, সুন্দরী বল। আমি বলো অনেক সুন্দরী হইছি?'

'হ্যাঁ। তোর কি আমার কথা বিশ্বাস হইল না? তুই একটা লিটল মারমেইড হইছিস।'

'কী? লিটল মারমেইড? তোমার মাথা খারাপ হইছে! তোমার কী হইছে বল? এই তোমার ইম্পর্ট্যান্ট কথা?'

'হ্যাঁ। আমি না' স্বাতী হাসল, 'নীল বলছে তুই লিটল মারমেইড। বলছে, এই মেয়ে প্রেমে পড়ছে। অবশ্যই প্রেমে পড়ছে। সে তোকে রাইফেল স্কোয়ারে দেখছে।'

'নীলকাকা? তোমার নীলকাকার চোখ আমি সিরিয়াসলি কানা করে দেব, সুইট্টু! শালা! সে আমাকে কেন দেখবে? তুমিও কি রকম? তোমার চশমা পরা জ্যোতিষী প্রেমিক রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখে বেড়াইতেছে আর তুমি... তুমি বিগলিত মুডে শুনতেছো? আমার প্রেমিক শালা এইরকম করলে, আমি শালাকে জবাই করে ফেলতাম!'

'সেটা তুই পারবি।' স্বাতী বলল, 'কিন্তু নীল যা বলে, মিলে।'

মিলে অবশ্য।

Book House Pedia

অনেক ঘটনা আছে এরকম।

জ্যোতিষ সম্রাট নীলকাকা। সে যা বলে মিলে।

এবার মিলেনি।

কারোর প্রেমে পড়েনি রূপন্তী।

পড়বে?

অদূর ভবিষ্যতে সেইরকম কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

গত এপ্রিলে তারা এই ফ্ল্যাটে উঠেছে।

স্বাতী আর রূপন্তী।

বাড়িঅলা স্বাতীর কিরকম মামা। না হলে দুটো মেয়েকে ফ্ল্যাট দেন? স্বাতী হলো একটা কর্পোরেট ক্যারেক্টার। জব করে কাসান্ড্রা মিডিয়ায়। কাসান্ড্রা মিডিয়ার জন্য কিছু মোটিভ ড্রয়িং করে দিয়েছিল রূপন্তী। স্বাতী এসেছিল কাসান্ড্রার হয়ে। মাত্র তিন বছরের বড় রূপন্তীর। ভাব করে অবশ্য মোড়লের। কমন ইন্টারেস্ট থেকে বন্ধুতা। একসঙ্গে থাকার ডিসিশন। হোস্টেলে হাঁপ ধরে গিয়েছিল রূপন্তীর। ছবি আঁকা হচ্ছিল না। একদমই হচ্ছিল না। এত রাজনীতি মেয়েদের হোস্টেলে! এর চেয়ে একটা ফ্ল্যাটে দু'জন শেয়ার করে থাকবে। সিকিউরড ফ্ল্যাট। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে রূপন্তী। গত কয়েক মাসে অভিজ্ঞতা হয়েছে স্বাতীর সঙ্গে থাকা যায় অনেকদিন। তবে অনেকদিন বোধ হয় থাকা যাবে না। স্বাতী বিয়ে করে ফেলবে। এমন একটা করপোরেট আইডল, সে বিয়ে করবে কিনা একটা কানা কাকতাড়ুয়া জ্যোতিষী কবিকে!

জ্যোতিষার্ণব শ্রী নীলকাকা।

ভারি কাচের চশমা পরে নীলকাকা ঘুরে বেড়ায় ঢাকা শহরে। বিখ্যাত কবিতীর্থ সমূহে। হাত দেখে কবি কবিনীদের। কবিনীদের হাত ভালো করে দেখে। স্বাতীর হাত দেখে বলেছিল, 'আপনি এমন এক কবির প্রেমে পড়বেন যার অতীন্দ্রীয় ক্ষমতা থাকবে। সে যা বলবে, মন দিয়ে বলবে, তা হবেই।'

তা হবেই?

Book House Pedia

হয়েছেই।

স্বাতী প্রেমে পড়েছে সেই মহাজ্যোতিষী নীলকাকারই। নীলকাকা যা বলে সব মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে সে। যেমন, নীলকাকা যদি বলে, শান্তি র জন্য সে নোবেল পুরস্কার পাবে, স্বাতী সেই পুরস্কার আনতে সুইডেন যাওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবে! অথচ স্বাতী...! প্রেম! করপোরেট একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে একজন কবির প্রেম হতেই পারে। কিন্তু জ্যোতিষী? ভবিষ্যৎ বলে যে?

নীলকাকা বলে রূপন্তী।

কাকা এখানে একটা সংক্ষেপিত রূপ।

কানা কাকতাড়ুয়া থেকে কাকা।

নীল একটা কানা কাকতাড়ুয়া।

দেখলেই হাসি পায়। তাকায় এরকম!

কিন্তু কানা কাকতাড়ুয়ার একনিষ্ঠ প্রেমিকা স্বাতী। যে কোনো দিন বউ হয়ে যাবে। আর বউ হলে বাচ্চা তো হবেই। স্বাতী তার নেটের বন্ধুদের বাচ্চার নাম পাঠাতে বলেছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৮শ ১১টা নাম এন্ট্রি করেছে বন্ধুরা। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে। ছেলের নাম আছে মেয়ের নাম আছে। স্বাতী আর রূপন্তী মিলে প্রাথমিক একটা সিলেকশন করে রেখেছে। নানা দেশের নানা ভাষার ৮৯টা নাম মনোনীত হয়েছে। ৮৯টা বাচ্চা যদি হয় স্বাতীর, তা হলে সব নাম রাখা যাবে। একটা হলে একটারই অবশ্য ৮৯টা নাম হতে পারে। এ হবে স্বাতী প্লাস নীলকাকার বাচ্চা! এর নাম মিনিটে মিনিটে বদলাবে!

কিন্তু রূপন্তী প্রেমে পড়েছে? নীলকাকা স্বাতীকে বলেছে?

প্রেমে পড়েছে?

প্রেমে পড়ে?

প্রেমে উঠে না?

স্বাতী বলল, 'নীল এখানে আসবে।'

ও, এই তা হলে ঘটনা?

মহামান্য নীলকাকা আসবেন!

এই জন্যে মহারানী বাসায়?

এই জন্যে এত সাজুগুজু?

নাকে নাকফুল?

Book House Pedia

'আর আট মিনিটের মধ্যে' বলে স্বাতী হাসল।
দশ মিনিট না, আট মিনিট!

মেঘ-ঘড়িতে ৬টা ৪৮।
জানালা খোলা।
সন্ধ্যার ম্লান আলো ঘরময়।
রেডিওটা আর দেখা যাচ্ছে না।
বোররাক স্থান পরিবর্তন করেছে।
আয়নার উল্টো দিকে ঝোলানো হয়েছে।
কিন্তু আয়নায় দেখা যাচ্ছে না।
শাদা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে আয়না-মারজুক। পা মাথা ঢেকে শুয়েছে। শবাসন করে। মনে হচ্ছে, 'আট বছর আগের একদিন'-এর দৃশ্যায়ন।

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে--ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ:

...

....

...

– লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার...

গম্ভীর ভাই ফুটলেন আয়নার ভেতরে। টিকটিকও করলেন। উঠল না আয়না-মারজুক। গম্ভীর ভাইও আয়নার ভেতরে থাকলেন না। ক্যাম্পখাট সংলগ্ন দেয়ালে দেখা গেল তাকে। আবার 'টিক টিক! টিক টিক! টিক টিক!'

মৃদু রাগ মিশ্রিত 'টিক! টিক!'
ঘুম কাট্। উইদ আউট ড্রিমস।
ক্যাম্পখাটে উঠে বসে খুবই বিরক্ত হয়ে তাকালো আয়না-মারজুক।

Book House Pedia

কিন্তু গম্ভীর ভাইকে দেখল না। ভাই উধাও।

'গুড ইভনিং, মিররহোম। আর গুড ইভনিং, পজ্খি।'

পজ্খিকে ফোন করা যায় এখন?

যায়।

কিন্তু পজ্খির ফোন বন্ধ।

বারবার দুঃখিত হলো এক মহিলা।

'দুঃখিত। আপনি যে নাম্বারে ডায়াল করেছেন সেটি এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। অনুগ্রহ করে একটু পরে আবার ডায়াল করুন।'

রাগ হলো আয়না-মারজুকের।

তোর কথায়?

আজিজ মার্কেটচারী গুরুজন কবি রিফাত চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। বারডেম সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজে।

কবি আজিজ মার্কেটে যাচ্ছেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চেহারা।

পিজির দিক থেকে অরিজিনাল মারজুক ফুটওভার ব্রিজে উঠল।

দুজনের সাক্ষাৎকার

মারজুক : রিফাত ভাই, কবি, আজিজে যাইতেছেন?

রিফাত চৌধুরী : না, মারজুক। আমি একদিন আপনাকে বলেছি, কেউ যায় না, কোথাও যায় না। যায় রাস্তা।

মারজুক : রাস্তা যায় কবি? সাধু বলেছেন। রাস্তা কই যায়?

রিফাত চৌধুরী : ট্রেনের জানালায় একসঙ্গে চলন্ত এত জানালা, আর দেখেছেন বলেন কোথাও? রাস্তা নিয়ে যায় সকল জানালা।

মারজুক : আর জানালা নিয়া যায় কে?

চোখ খর হলো রিফাত চৌধুরীর।

Book House Pedia

মারজুক : কৌতুহল, কবি। জানালা যদি রাস্তা নিয়া যায়। জানালারে কে নিব তাইলে, না?

রিফাত চৌধুরীর চোখ আরও খর হলো।

মারজুক : ব্যাপার না কবি। আমার মনে হয় ঠাকুর নিয়া যায়। খোলা জানালা। ওপেন উইনডো।

রিফাত চৌধুরী : এটা নিয়ে অন্য একদিন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব, মারজুক। আজ আমার মন ভালো নেই।

মারজুক : তাইলে কেমনে?

.....

.....

অতঃপর অ্যাবাউট টার্ন মারজুক। সঙ্গী হলো মন-ভালো-নেই রিফাত চৌধুরীর।

একজন কবির মন ভালো নেই।

আরেকজন কবি তাকে না দেখলে হবে?

দেখা দায়িত্ব। এবং কর্তব্য।

ছাদ থেকে রূপন্তী নীলকে দেখল।

কানা কাকতাড়ুয়ার উপযুক্ত বাহন, ঝরঝরে একটা মিশুক থেকে নামল। এই সময় ফোন বাজল রূপন্তীর।

কে?

ভি ও ও টি।

রূপন্তী ধরল, 'হ্যালো।'

ভূত একটা কবিতা শোনাল।

ছোট্ট কবিতা।

'পঙ্খিরে, তোরে নিয়া
সদরঘাটে যাব
মিষ্টি পান খাব'

'আবার বল।' রূপন্তী বলল।

Book House Pedia

আবার বলল।

'পঙ্খিরে, তোরে নিয়া
নারিন্দা লেন যাব
শনপাঁপড়ি খাব।'

'আবার বল।'

আবার বলল।

'পঙ্খিরে তোরে নিয়া
বঙ্গবাজার যাব
ঝাল চানাচুর খাব'

'সব পুরান ঢাকায়!' রূপন্তী বলল, 'এই ব্যাটা ভূত, তুই কি ঢাকাইয়া?'

'পঙ্খি মনে করলে ঢাকাইয়া। আবার পঙ্খি মনে করলে যশোইরা। আবার পঙ্খি মনে করলে সিলেটী। আবার পঙ্খি ম–'

'অ্যাই চোপ!'

'পঙ্খি বললে চুপ।'

বলে ভূত চুপ করে গেল।

চুপ!

সন্দেহ হলো রূপন্তীর।

ব্যাটা কি লাইন কেটে দিল নাকি?

না, আছে। বলল, 'পঙ্খি...!'

'এইসব তোর বানানো কবিতা?' রূপন্তী বলল।

'যদি পঙ্খির মনে হয় আমার।'

'কিন্তু পঙ্খির তো মনে হয় তোর না।'

'ও। কার বানানো তাইলে মনে হয় পঙ্খির?

'আলাওল!'

'আলাওল?'

'হুঁ।'

'আলাওলে কি পঙ্খিরে দেখছেন?'

'তুই দেখছিস?'

'দেখছি পঙ্খি। তুমি রূপন্তী।'

'কী?'

Book House Pedia

লাইন কেটে দিল ভূতের বাচ্চাটা!

নীলকাকা চলে গেছে?

স্বাতীর ঘর অন্ধকার। দরজা লক করা।

ঘরে আছে তারা?

খুব সম্ভব!

নীলকাকার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে রূপন্তীর।

'কী আঁকতেছেন?'

নীলকাকার সঙ্গে যখনই দেখা হোক, এই প্রশ্ন কমন। উত্তর কমন না। আজ রূপন্তী বলল, 'বাঁশঝাড়।'

'ও। বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড় কি আপনি কখনো দেখছেন?'

'না দেখি নাই।'

কী কথা!

বাঁশঝাড় দেখছেন?

দেখছি না ব্যাটা! বাঁশঝাড়ে তোরেও দেখছি!

বাঁশঝাড়ের ভূত কবি জ্যোতিষী!

নীলকাকা বলল, 'সত্যি দেখেন নাই?'

রূপন্তী বলল, 'না। মনুক্তি আঁকতেছি। আমার বাঁশঝাড় দেখতে মনে হয় তেঁতুল বনের মতো হইতেছে। তেঁতুলগাছও অবশ্য আমি দেখি নাই। কিন্তু ইউ, আপনি প্রেম করেন একজনের সঙ্গে আর চশমার ফাঁক দিয়ে অন্য মেয়েদের দেখেন, এইটা কিরকম ব্যাপার বলেন তো?'

নীলকাকা লাল হয়ে গেল লজ্জায়।

স্বাতী হাসতে হাসতে কপট রাগ করল, 'অ্যাই! খবরদার। আমার জামাইকে একদম যা তা বলবি না। আমার জামাই অনেক ভালো মানুষ, নাগো?'

দরজা বন্ধ করে এখন কি করছে ব্যাটারা?

ঘরও অন্ধকার।

নাকি তারা বের হয়ে গেছে?

গেলে রূপন্তীকে 'বাই' করে যেত না? নীলকাকা?

Book House Pedia

ক্যাম্পখাটে বসে আছে আয়না-মারজুক।
এতক্ষণ মোবাইলে কথা বলছিল।
রূপন্তীর সঙ্গে?
... লাইন কেটে ফোন অফ করে হাসল।
হাসির মতো কী ঘটনা ঘটেছে?

ছাদে এখনও একা রূপন্তী।
ফোন কানে ধরে হাঁটছে।
কবিতা শুনছে।
পঙ্খি-কবিতা।
মোবাইলে 'রেকর্ডিং' অপশন আছে রূপন্তীর।
সে রেকর্ড করে রেখেছে।
পঙ্খিরে আমি তোরে...
এই সব তাকে নিয়ে বানানো?

অরিজিন্যাল মারজুক কবিতা শোনাচ্ছে।
কী কবিতা?
বোঝা যাচ্ছে না।
নিঃশব্দে শোনাচ্ছে!
কাকে শোনাচ্ছে?
বোঝা যাচ্ছে না।
কারণ এটা একটা ফটোগ্রাফ।
অনেক দূরের এক মফস্বল শহরের একটা ঘরে ঝুলছে।
মা দেখেন।

BookHouse Pedia

Book House Pedia

তারপর...

কাটল।

একটা সকাল।

একটা দুপুর।

একটা বিকেল।

আর একটা রাত।

আয়নাঅলা ঘরে, রূপন্তীর ঘরে।

মেঘঘড়িতে অনেক মেঘ উড়ল। রাতে অনেকক্ষণ ছাদে থাকল রূপন্তী। অনেকবার ফোন করল ভূতের নাম্বারে।

কে ধরবে?

তা হলে তুই একবার ফোন কর!

তা না...

এত রাগ হলো রূপন্তীর!

রাগ হলো কেন?

Book House Pedia

Book House Pedia

সময়কাল সন্ধ্যা।

পরীবাগের রাস্তা।

আজাদ ভাইয়ের চায়ের দোকানে অরিজিনাল মারজুক রাসেল এবং তার ভাই বেরাদররা সমবেত হয়েছে। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক কথাবার্তা চলছে। আজাদ ভাই এরশাদের কঠিন সাপোর্টার। সম্প্রতি আরো কঠিন হয়েছেন, 'দোষ তার আছে, ক্যারেক্টার খারাপ, কিন্তু দুই হাজার কোটি টাকা সে নিছে...?'

আগামী নির্বাচনে জাপা থেকে আজাদ ভাই মনোনয়ন প্রত্যাশা করেন। প্রেসিডেন্ট পার্কে যাবেন সময় করে একদিন। দেখা করবেন এরশাদ সাহেবের সঙ্গে। মুশকিল হচ্ছে এরশাদ সাহেবের ফোন নাম্বার যোগাড় করা যাচ্ছে না। মোবাইল ফোনের নাম্বার 'হলি'ও হয়। ফোন ফ্যাক্সের দোকান আছে 'নিকটে'। দুই টাকা মিনিট মোবাইলে। দশ মিনিট কথা বলবেন আজাদ ভাই। আফসোস, এই এলাকায় যারা আসে তারা কেউ এরশাদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। কেন আপনেরা সকলে কবি, এরশাদ সাহেব কি বলেন কবি না? কবিতার বই লেখে নাই? তা'লি? কবি-কবি ভাই-ভাই না?

'আরে আজাদ ভাই ব্যাপার না, বুঝছেন!' মারজুক বলল, 'এরশাদ সাহেবের ফোন নাম্বার আমি আপনেরে জোগাড় কইরা দিমু।'

'আপনে পারবেন।' আশাবাদ ব্যক্ত করলেন আজাদ ভাই।

'এই বাচ্চু!' মারজুক বলল, 'দাদার মাদার ইন ল রে ধরতো।'

বাচ্চু প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল।

'আরে ব্যাটা হইতে পারত না? অ্যাস দিয়া দেখ।'

Book House Pedia

বাচ্চু কল করল নির্দিষ্ট নাম্বারে।

রিং হচ্ছে।

বাচ্চু ফোন হস্তান্তর করল।

'জ্বি আন্টি আমি কামু বলতেছি... মামু না কামু... ব্যাপার না আনটি... জ্বি বলতেছি...আমার একটা ফোন নাম্বার দরকার... এরশাদের নাম্বার... প্রেসিডেন্ট এরশাদ, কবি হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ... আপনে তার ফ্রেন্ড ... পত্রিকায় ছাপা হইছিল আন্টি, এরশাদ যখন ফল করল তখন।... আপনের কাছে আপনের বন্ধুর ফোন নাম্বার নাই? জটিল! হ্যাঁ?... এইটা একটা কামের কথা হইল আন্টি? কাম করছেন... একটু চেক কইরা দেখেন না?... ব্যাপার না কিন্তু আপনে এইরকম অশালীন কথা বলতেছেন কেন?...রাইখা দিছে।'

হাসল মারজুক এবং সমবেত ভাই বেরাদররা।

আজাদ ভাই হাসলেন না। ম্লান গলায় বললেন, 'আপনেও পারলেন না? আপনের উপরে ম্যালা ভরসা করছিলাম। এরশাদ সাহেবও কবি, আপনেও কবি। আপনে আবার 'অ্যাকটিং' করেন নাটকে!'

'এরশাদ সাহেবও অ্যাকটিং করেন, আজাদ ভাই', মারজুক বলল, 'ব্যাপার না! আর হতাশা নয়, বুঝছেন? তিনদিনের মইধ্যে এরশাদ সাহেবের মোবাইল নাম্বার আমি আপনেরে যোগাড় কইরা দিমু। আপনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হইল না, এইটা একটা কথা হইতে পারে? এই ব্যাটা, তোরা চুপ ক্যান? বল এইটা একটা কথা হইতে পারে?'

সমস্বরে, 'না-া-া-া!'

আজাদ ভাইয়ের মুখে আশার সঞ্চার হলো। তার দোকানে কুপির আলো। দেখা গেল সেই কুপির আলোতে।

আয়না-মারজুক একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে দেখল দৃশ্যটা। অন্ধকার ল্যাম্পপোস্ট এবং আশপাশ। তাকে কেউ লক্ষ্য করল না।

Book House Pedia

মেঘ-ঘড়িতে রাত ১২টা ৩৮। আলো জ্বলছে ঘরে। পঁচিশ ওয়াটের বাল্বের ম্লান আলো। আয়না-মারজুক কি ঘরে ফিরেছে? দেখা যাচ্ছে না। না, যাচ্ছে। ক্যাম্পখাটের শাদা চাদরে ছাপা দেখা যাচ্ছে আয়না-মারজুককে।

প্রমাণ সাইজ।

ডিজিটাল প্রিন্ট? না স্ক্রিন প্রিন্ট?

শাদা টি-শার্ট, থ্রি কোয়ার্টার।

অসম্ভব লাল অসম্ভব টিকটিকি।

প্রিন্টের চোখ নিমিলিত। এবং নিস্পন্দ। মৃতদের মতো।

ঘুমাচ্ছে প্রিন্ট।

'আট বছর আগের একদিন'-এর আরেকটা দৃশ্যায়ন হতে পারে এটা।

Book House Pedia

Book House Pedia

পরের দিন পড়ন্ত দুপুরের ঘটনা।

তাদের ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত ঘাসপুকুরের পাড়ে হাঁটছে রূপন্তী। একা একা হাঁটছে, হাসছে এবং মোবাইলে কথা বলছে কার সঙ্গে?

কথা বলছে না, কবিতা শুনছে।

রেকর্ডিং না, লাইভ অন এয়ার।

'পঙ্খি বললে উড়ি
পঙ্খি বললে ঘুরি
পঙ্খি বললে দূরে
পঙ্খি বললে পুড়ি।'

ভূত রিসাইটিং।

ক্যাম্পাসে দালি মাতিস ওয়ারহোল ক্রিস্টোরা ঘুরছে। ফ্রিডা, নভেরা, প্যাট্রিজিয়ারা। সিরামিক্স বিল্ডিং-এর বারান্দায় রোদ্যাঁ, মাইকেল এঞ্জেলো এবং ম্যাক্স আর্নস্টরা বসে ঝিমোচ্ছে। এরা তামাকখোর।

'আমি বললে তুই উড়বি?' রূপন্তী বলল।

'উড়ব পঙ্খি।' ভূত বলল।

'আমি বললে তুই ঘুরবি?'

'ঘুরব পঙ্খি।'

'পুড়বি? পুড়বি না?'

'পুড়ব, পঙ্খি।'

'পুড়ে যা তা হলে।'

'পুড়ে যাব। কিন্তু তার আগে একবার–'

'কী একবার?'

Book House Pedia

'একবার উড়াল ঘুরান দিলে হয় না, পঙ্খি?'

'তুই উড় ঘুর। আমি কী করব?'

'একসঙ্গে না উড়লে মজা নাই, পঙ্কি।'

'আমার কোনো মজার দরকার নাই, আব্বা। আমি তোর মতো একটা ভূতের সঙ্গে উড়ব না!'

'উড়বা পঙ্খি।'

'তোকে বলছে? তুই কে রে? এই ব্যাটা!'

'পঙ্খির কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় তুই ভূত।'

'তাইলে আমি একটা ভূতই পঙ্খি।'

'তোর শিং আছে? ড্যাবড্যাবে চোখ? কোদাল কোদাল দাঁত? ধ্যাবড়া নাক?'

'তুমি যা বল... বলবা পঙ্খি।'

'কবিতাটা আবার শোনা!'

শোনাল।

'পঙ্খি বললে উড়ি...'

এই সময় ওরিয়েন্টাল বিল্ডিং-এর রাস্তায় দেখা গেল মোটালিসাকে। মোটালিসা ডাকল, 'রুপাই।'

মোটালিসা হলো সামিহা।

ব্যাপক মোটা বলে মোটালিসা।

রুপন্তী দাঁড়াল এবং বলল, 'তুই এই কবিতা লিখছিস?'

'পঙ্খির যদি মনে হয় লিখছি! এইটা হইল পঙ্খি সিরিজের কবিতা। আমি একটা বই লিখতেছি কবিতার। পঙ্খি সিরিজ।'

'তুই কবি?'

'পঙ্খির যদি মনে হয় কবি!'

'বললাম না আমার মনে হয় না। শোন আমি তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি'- বলতে বলতে রুপন্তী দেখল মোটালিসার চোখ বড় হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিল সে।

মোটালিসা বলল, 'কে?'

রুপন্তী হাসল। বলল, 'ভূত।'

Book House Pedia

বিকেল হয়ে গেছে।

রোদ পড়ে গেছে।

শাহবাগ এলাকায় আয়না-মারজুক।

অলিভ টি-শার্ট এবং অসম্ভব টিকটিকি।

মিউজিয়ামের সামনের রাস্তা পার হচ্ছে।

এই রাস্তায় এখন অনেক ডিভাইডার। কিছু অংশে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। ডিভাইডারে বসে আড্ডা দেয় লোকজন। ব্যাপক একটা আড্ডার এলাকা হয়েছে।

একটা ডিভাইডারে কবি এলুয়ার বসে আছে দুই সঙ্গিনী নিয়ে। দুই পাশে দুই সঙ্গিনী। তারা নিবিড় হয়ে বসেছে। মেয়ে একজন প্রথম দেখল। এলুয়ারকে বলল, 'মারজুক রাসেল না?'

এলুয়ারও দেখল এবং যারপরনাই বিরক্ত হলো। বিরক্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ!'

বোকামতী দ্বিতীয় মেয়েটা বলল, 'মারজুক রাসেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?'

রেগে উঠল এলুয়ার, 'থাকবে না কেন? আমি কী কবি না? অ্যাই মারজুক!'

আয়না-মারজুক শুনল এবং দাঁড়াল। হাসল এবং এলুয়ারদের নিকটবর্তী হলো। এলুয়ার বলল, 'কই যাইতেছ, ফ্রেন্ড?'

আয়না-মারজুক বলল, 'যাইত্যাছি। যাইত্যাছি। কই যাইত্যাছি জানি না, বন্ধু।'

'যাও বন্ধু। যাওয়াই মঙ্গল।'

'যাই!'

আয়না-মারজুক এলুয়ারদের রেখে এগোলো।

Book House Pedia

এলুয়ার বিরক্তি সহকারে বলল 'ভং!'

বোকামতী বলল, 'কী?'

'কিছু না! ফুচকা খাবা? ফুচকা? চটপটি?'

'তুমি মারজুকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে না?'

এলুয়ার খরচোখে তাকাল। পারলে তাকিয়ে ভস্ম করে দেয় প্রগলভা বোকামতীকে।

বোকামতীরা কিছুই বুঝতে পারল না।

এলুয়ার বলল, 'কবিহ্!'

ঠিক এই সময় শাহবাগের মোড়ে। একটা ইয়েলো ক্যাব থেকে মারজুক রাসেল নামল। অরিজিনাল মারজুক। রাস্তা ক্রস করে সেও জাতীয় জাদুঘরের দিকে আসছিল, সিলভিয়া প্লাথ ডাকল, 'মারজুক!'

সিলভিয়া প্লাথ পুরনো বন্ধু। বন্ধুর জন্যে গন্তব্য বদল করতে হলো। তারা হাঁটা দিল কবিতীর্থ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের দিকে।– শার্ট-প্যান্ট পরে সিলভিয়া প্লাথ। চুল বয়কাট। ভুলভাল করে অনেকে।

সিলভিয়া প্লাথ গঞ্জিকাসেবী। লিভ ইন করে তারিক জুবায়েরের সঙ্গে। তারিক জুবায়ের একজন সমাজকর্মী এবং মাদকবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। নেশা ভাং-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার।

সিলভিয়া প্লাথ হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি কি করতেছো এখন?'

'আছি।' মারজুক বলল, 'তোমার জামাইয়ের ছবি দেখলাম পত্রিকায়। হাত উঠাইয়া না বলতেছে মাদককে।'

সিলভিয়া প্লাথ, করবী হাসল, 'আমি আর স্মোক করি না, মারজুক।'

'ব্যাপার না। কেন? জামাই না করছে?'

'নাহ্। আমি... একটা বাচ্চার নাম ঠিক করে দিও তো।'

'বাচ্চা? কার?'

'কার আবার, আমার! আমার একটা বাচ্চা হতে পারে না?'

'হইল! ব্যাপার না। বিয়া কইরা ফালাইছো নাকি তোমরা?'

'নাহ্!' করবীকে ম্লান দেখাল একটু? না। তবে নিরাবেগ গলায় সে বলল, 'জুবায়েরের সঙ্গে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে, মারজুক। আমি প্রেগনেন্ট।'

'কী কও তুমি?'

'বাচ্চাটা ওর না।' করবী হাসল। ম্লান হাসল, 'তুমি একটা নাম ঠিক করে দিও?'

Book House Pedia

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে রূপন্তী। স্বপ্নে একটা মুখোশ পরে আছে সে। রঙিন পাখির মুখোশ।

'ও পঙ্খি!'

কে ডাকে?

'পঙ্খি! পঙ্খি!'

আশ্চর্য! কে?

'আমি পঙ্খি।'

'কে?'

আবার আশ্চর্য হলো রূপন্তী। মুখোশ পরে আছে সেও, কথা বলছে যে। রঙিন পাখির মুখোশ। সে বলল, 'পঙ্খি, আমি, আমি একটা ঘাস।'

'ঘাস?'

'না পঙ্খি আমি, আমি একটা... আমি একটা পাতা।'

'পাতা? হলুদ পাতা? না, সবুজ পাতারে?'

'পঙ্খির কী মনে হয়?'

'আমার পাতা মনে হয় না, আব্বা। আমার মনে হয়... উ-উ-উ-ম্, ফড়িং? আমার মনে হয় তুই ফড়িং।'

'তাইলে ধরো একটা ঘাসফড়িং, পঙ্খি।'

'ঘাসফড়িং? ধরে কী করব?'

'ধরো। আমার সবুজ শরীর দেখ, পঙ্খি।'

ফোন বাজল এবং স্বপ্নটা আর দেখতে পারল না রূপন্তী।

ভুল করে ফোন বন্ধ করে ঘুমায়নি।

রাত দেখল ৩টা ৪১। মোবাইলের ঘড়িতে।

Book House Pedia

কলার, আননোন।

ঘুম কেটে গেছে, ধরল রূপন্তী, বলল, 'হ্যালো?'

'হ্যালো রূপন্তী! রূপন্তী বলতেছো? রূপন্তী?'

আর্ত কণ্ঠস্বর।

রূপন্তী বলল, 'জ্বি, আপনি কে বলছেন?'

'রূপন্তী আমি... আমি মৃন্ময়!'

ও ইনস্টিটিউটের সিনিয়র মৃন্ময়দা! ডিস্টার্ব্যাঞ্জক একটা ক্যারেক্টার। এত রাতে! ওফ্!

রূপন্তী বলল, 'মৃন্ময়দা, কী হয়েছে?'

'তুমি বুঝতে পারো না রূপন্তী?'

'কী? কেন? আমি কী বুঝব?'

'তোমার জন্য আমার ঘুম হয় না... রূপন্তী... তুমি... তুমি তুমি তুমি...' ডুকরে কেঁদে উঠল মৃন্ময় সারোয়ান, 'তুমি... তুমি... তুমি রূপন্তী... রূপন্তী ই ই ই... ও ও ও...!'

মদ গিলে ফোন করেছে।

মাতাল হয়ে আছে মৃন্ময়দা।

মাতালের কান্না বিরক্তিকর!

লাইন কেটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভূতকে একটা কল দিল রূপন্তী। যায় কখনো? α α α....এটা কোনও নাম্বার?

সত্যি সত্যি ভূত?

না কবি?

কবিরা অবশ্য একরকম ভূতই।

সেই হিসাবে ভূত বলা যায় একে?

যায়।

ভূত ফোন ধরল না রূপন্তীর। কেউই ধরল না।

আচ্ছা... একটা এসএমএস করল রূপন্তী।

Tui kothay?

'সেন্ড' করল ভূতের অদ্ভুত নাম্বারে।

রিপ্লাই এল আধ মিনিটের মাথায়– Shunne

শূন্যে?

শূন্যে কী?

Book House Pedia

ব্যাটা কী ড্রাগ অ্যাডিক্ট?

কোথায় আছে এখন?

শূন্যে! অ্যাহ্!

পাখির শিসশাস!

VOOT

CALLING

রূপন্তী ধরল, বলল, ' তুই শূন্যে?'

'পক্ষির যদি মনে হয় শূন্যে।'

'তুই শূন্যে থাকিস?'

'পক্ষির যদি মনে হয় থাকি।'

'অ্যাই তুই কে বলত? চেনা শয়তান? না, অচেনা শয়তান? তুই কে? হু আর ইউ, আব্বা?'

ভূত হাসল এবং লাইন কেটে দিল।

আশ্চর্য!

Book House Pedia

Book House Pedia

সুবেহ সাদেকে মারজুক রাসেলের সঙ্গে দেখা হলো রিফাত চৌধুরীর। আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের ছাদে। সুবেহ সাদেকের ঢাকা শহর উক্ত ছাদ থেকে দেখতে উঠেছিল মারজুক। দেখল রিফাত চৌধুরীকে। অনুসন্ধিৎসু কবি রিফাত চৌধুরী। মারজুক বলল, 'কবি?'

রিফাত চৌধুরী বললেন, 'ভালো আছি, মারজুক! ভালো আছি! ভালো! ভালো!'

'তা তো থাকবেনই। তা তো থাকবেনই। জগতের সকল কবি সুখী লোক।'

'এটা ঠিক কথা নয়, মারজুক।'

কথাবার্তা চলল এরকম–

'আপনি মারজুক, এই ছাদে কী?'

'দেখি কবি। নায়িকা-নুয়িকা... বাদ দেন, শুটিং ক্লোজ... আপনে কি করতেছেন এখানে?'

'কিছু না, মারজুক! কিছু না! কিছু না!'

'কবি...'

'একটা দুঃখের কথা বলি, মারজুক?'

'একটা ক্যান কবি, একশটা বলেন। এক হাজার, এক লক্ষ, এক কোটিটা কথা বলেন।'

এক কোটি না, কবি রিফাত চৌধুরী প্রথম একটা কথাই বললেন, 'আমার একটা টিকটিকি ছিল, বুঝেছেন মারজুক?'

মারজুক বলল, 'টিকটিকি?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মা নেই বাপ নেই, পোষা টিকটিকি। বাল্যকাল....

Book House Pedia

ভেরি চাইল্ডহুড থেকে আমি দেখাশোনা করছি। সে হারিয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। অতি গম্ভীর প্রকৃতির টিকটিকি।'

'আপনি কবি, এক কলাম এক ইঞ্চি একটা নিখোঁজ সংবাদ দিয়া দেন পত্রিকায়। ছবি আছে আপনার গম্ভীর টিকটিকির?'

'আছে। কিন্তু মারজুক আমি...'

'ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেন। পুরস্কার ঘোষণা করেন। গম্ভীর টিকটিকির সন্ধান দিতে পারিলে ৫০০০ টাকা পুরস্কার।'

'মারজুক, এটা একটা ব্যক্তিগত শোকের ঘটনা।'

'ব্যাপার না, কবি। আমি আইজ সন্ধ্যার মইধ্যে আপনেরে একুশটা টিকটিকি সাপ্লাই দিতেছি। আপনের কি সাইজের টিকটিকি পছন্দ? বিশটা পুষবেন আর একটা খাইবেন।'

রিফাত চৌধুরীকে দুঃখিত দেখাল। মারজুক বলল, 'দুঃখিত, কবি। মিসটেইকেন। আপনে কি আমারে পুষবেন?'

'আপনি কি টিকটিকি?'

মারজুক হাসল।

দুপুরে মেঘ করল আকাশে।

ধূসর রঙের মেঘ আকাশ জুড়ে থাকল।

চারুকলা ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে একা দেখা গেল আয়না-মারজুককে। অসম্ভব টিকটিকি অন গ্রে টি-শার্ট। বসে আছে প্রিন্টমেকিং বিল্ডিং-এর ছাদে। বসে, ঘাসপুকুরের পাড়ে হাঁটছে রূপন্তী, তাকে দেখছে। একটা লিটল মারমেইড রূপন্তী। ঘাসপুকুরের পাড় ধরে চক্কর দিতে দিতে চলে গেল ওরিয়েন্টাল বিল্ডিং-এর দিকে।

আর বসে থাকে আয়না-মারজুক? কেন?

এই সময়ই ইনস্টিটিউটের গেইটে, দেখা গেল অরিজিনাল মারজুককে। কবি লুইপা এবং আর্টিস্ট মিল্টন গ্লেসারের সঙ্গে। তারা

Book House Pedia

ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে ঢুকল। মেঘলা ক্যাম্পাস। তারা দোতলার সিঁড়ি ক্রস করল যখন, আয়না-মারজুক দোতলা থেকে নামল। নেমে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেল 'নিষিদ্ধ' গেইট পার হয়ে। আর তাকে দেখা গেল না।

ক্যাম্পাসে স্ক্যান্ডাল।

রূপন্তী ইন লাভ।

ক্যাম্পাস বলতে তাদের সার্কেলে।

ইনস্টিটিউটের ছোট পন্ডের পাড়ের সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে তারা।

মোটালিসা একটা ইয়েলো জার্নালিস্ট। চোখ বড় বড় করে এর মধ্যে অন্তত একশ' আঠারো বার বলে ফেলেছে, 'আমি নিজের কানে শুনছি।' তারপর কী শুনেছে বলেছে।

ব্যাপারটা সার্কেলের কেউ ভালো ভাবে নেয়নি। তৃণাংকুর চেহারা করুণ করে বলেছে, 'তুই এইটা কি করলি, পাষণ্ডী?'

সুমাইয়া শিমুল জয় রূম্পা স্তব্ধবাক। তৃণাংকুর বলে ফেলেছে, কিন্তু তারা কিছু বলতেই পারছে না। মূক হয়ে আছে। দুঃখে?

'তুই একটা ইয়েলো জার্নালিস্ট!'–রূপন্তী বলল।

মোটালিসা সেই অনড়, 'আমি নিজের কানে শুনছি।'

'কী শুনছিস?'

'তোর প্রেমালাপ।' মোটালিসা বলল, 'আবার বলব?'

'মাফ চাই আব্বা।'

'তা হলে তুই এখন বল!'

'কী বলব?'

'কী বলবা বুঝতে পারতেছো না? তুমি? তোমার প্রেমিক ব্যাটাটা কে?'

রূপন্তী হাসল, বলল, 'ভূত।'

'ভূত? ? ? ? ?'

'ভূত। বিলিভ!'

Book House Pedia

পরের তিনদিনে আরো তিনটা প্রেমের কবিতা শুনল রূপন্তী। একদিন দুপুরে রিকশায় ইনস্টিটিউটে যেতে যেতে, একদিন সন্ধ্যায় ঘরে, মাত্র যখন সন্ধ্যা হয় হয়, আর একদিন... এখন শুনল। শুনল না, শুনছে...।

'পঙ্খি তুমি একদিন উড়বাই
উড়তে উড়তে উড়তে পুড়বাই
আমিও উড়ব
আমিও পুড়ব
কাঁথা সেলাই কইরা তোমারে
জুড়বো।'

শুনে রূপন্তী বলল, 'সর্বনাশ! কাঁথা সেলাই কইরা জুড়বি? এর চেয়ে কুইক ফিক্স হইলে ভালো না?'

'তুমি বললে, কুইক ফিক্স, পঙ্খি। আমি কুইক ফিক্স দিয়াই জুড়ব। তুমি পঙ্খি উড়াল দিলেই দেখবা...'

'কী দেখব? ভবিষ্যত অন্ধকার?'

'ভবিষ্যত সবসময়ই অন্ধকার, পঙ্খি।'

'এইটা তুই একটা দামী কথা বলছিস। ভবিষ্যত সবসময়ই অন্ধকার। গুড, বাচ্চা।'

'বাবা-বাবা লাগে– নাটক দেখছ, পঙ্খি? এক্স প্রেমিকার বাচ্চা জন্মাইছে, এক্স প্রেমিকের বাবা-বাবা লাগে?'

'লাগতেই পারে। তোর কী সমস্যা?'

'আহ্হা! পঙ্খি! আমি বলি নাই কোনো সমস্যা! আমি তোমার লগে কথা বললেই আর কী...!'

Book House Pedia

'কী?'

'বাবা-বাবা লাগে!'

'কী?'

'এই যে ধর আমি কথা বলতেছি, আমার একটা ফিলিং হইতেছে না? এই ফিলিংটা বাবা-বাবা ফিলিং আর কি। আমি তোমার লগে কথা বললেই...'

'তোর বাবা-বাবা লাগে?'

'লাগে, পঙ্খি।'

'শুয়োরের বাচ্চা!'

'পঙ্খি বললে আমি শুয়োরের বাচ্চা। একটা শুয়োরের বাচ্চা কী আর প্রেমে পড়ার রাইট রাখে না?'

'প্রেম? অ্যাই ব্যাটা, তুই কার প্রেমে পড়ছিস রে?'

'বলতে লজ্জা পাইতেছি, পঙ্খি।'

'ওরে sOনারে! লজ্জা পাইতেছি! ক্যান? sOনা?'

'দেখা হইলে আমি বলতে পারতাম পঙ্খি। তুমি আমার লগে দেখা করবা একদিন?'

'তোর লগে? দেখা করব? না।'

'দেখা করবা পঙ্খি।'

'তুই শিওর?'

'পঙ্খি বললে শিওর।'

'আচ্ছা, আমি তোর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু...তুই এশারের নাম শুনছিস?'

'আর্টিস্ট, পঙ্খি?'

'হ্যাঁ?'

'শুনছি।'

'ওরে বাবারে! তুই দেখি পণ্ডিত লোকরে। এশারের নাম শুনছিস! ছবিও দেখছিস?'

'এশারের? দেখছি, পঙ্খি।'

'ড্রয়িং হ্যান্ডস দেখছিস?'

'দেখছি, পঙ্খি?'

'বলতে পারবি কোন হাতটা কোন হাতটাকে আঁকতেছে। উপরের

Book House Pedia

হাত নিচের হাতটা আঁকতেছে? নাকি নিচের হাত উপরের হাতটা আঁকতেছে? বলতে পারলে আমি...'

'দেখা করবা, পঙ্খি?'

'হ্যাঁ, করব!'

'পারব, পঙ্খি।'

'কী?'

'বলতে পারব ড্রয়িং হ্যান্ডসের কোন হাতটা কোন হাতটারে আঁকতেছে?'

'পারবি! বল!'

'এশার প্রথম যে হাতটা আঁকছিলেন, সেইটা, পঙ্খি।'

'কী?'

এশারের প্রথম আঁকা হাতটা পরের আঁকা হাতটারে আঁকতেছে।'

আশ্চর্য! এমন আশ্চর্য হলো রূপন্তী!

বলল, 'আমি তোর সঙ্গে দেখা করব, ভূত!'

'পঙ্খি বললে... কখন?'

'কাল দুপুরে তুই ক্যাম্পাসে আয়।'

'আমি পঙ্খি, টিকটিকি-ভাবের মধ্যে আছি এখন আর কি! আমি একটা সবুজ, কলাপাতা সবুজ টি-শার্ট... টিকটিকি-ভাব ছাড়া আর কী আছে দুনিয়ায়? কী পঙ্খি? আর্কিমিডিস, ভিনসেন্ট ভ্যান গগ, বিনয় মজুমদার, এরা বল টিকটিকি বংশের লোক না?'

'টিকটিকি বংশের লোক? অ্যাঁ? কাল দুপুরে তুই আয়!'

শনির আখড়ার বাসে রিফাত চৌধুরী।

ঢাকার দিকে আসছেন।

উদ্বিগ্ন চোখ-মুখ।

বিচলিত জেশচার।

টিকটিকির শোক কবিকে ভীষণই ম্রিয়মাণ করে রেখেছে। বাসের জানালা দিয়ে রোদ দেখতে দেখতে চিন্তা করলেন তিনি, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখবেন?

পত্রিকাঅলারা এই বিজ্ঞাপন ছাপবে?

টিকটিকি নিরুদ্দেশ?

Book House Pedia

মেঘঘড়িতে বাজে রাত ৩টা।

আয়না, টুল, বোররাকের ছবি, ক্যাম্পখাট, অ্যাজ ইট ইজ। একমাত্র ক্যাম্পখাটের চাদরে প্রিন্টেড ঘুমন্ত আয়না-মারজুক, স্লিপিং মিরর-মারজুক, উঠে পড়েছে। তাকে চাদরে দেখা যাচ্ছে না। কোথায়? ওই দেখা যাচ্ছে না। একটা গান শোনা যাচ্ছে,

ইয়েলো সাবমেরিন
উই অল লিভ ইন আ
ইয়েলো সাবমেরিন...

কে গান গায়?

আয়না-মারজুক?

অন্যত্র একই সময়ে।

অরিজিনাল মারজুক রাসেল একা।

পোড়ো একটা জমিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং কথা বলছে নক্ষত্র, তারাদের সঙ্গে, 'জেরিন আমার একটা সিরিজ আছে না? প্রেম সিরিজ। বর্গীয় 'জ' দিয়া মারজুক। 'ম' দিয়া জেরিন। বর্গীয় জ, বর্গীয় ম। দুইটাই বর্গীয়! একটা স্বর্গীয়! জেরিন স্বর্গীয়। বললে তোমরা বিশ্বাস করবা না? না, তোমরা বিশ্বাস করবা। একটা বাচ্চা জন্ম নিব, আর জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হইব। হইবই। বাচ্চা একটা তারা আবিষ্কার করব। 'জেরিন তারা' নাম হইব সেই তারার...।'

Book House Pedia

পরদিন সকাল।
রোদ ঘুমন্ত রূপন্তীর মুখে।
ঘুমিয়ে কী? স্বপ্নবতী হয়েছে রূপন্তী?
হাসি হাসি মুখ...!

স্বপ্নে এশারের বইটা দেখছে রূপন্তী। এশারের অ্যাবসার্ড ছবি। ডে অ্যান্ড নাইট, মেটামরফসিস, ড্রয়িং হ্যান্ডস, রিলেটিভিটি এবং স্মলার অ্যান্ড স্মলার। রূপন্তী দেখল। এর মধ্যে একটা টিকটিকি ডাকল, 'টিক! টিক! টিক!'

গম্ভীর গলায় ডাকল। ডেকে একটা লাফ দিয়ে গম্ভীর ভাই বুকে উঠে পড়লেন রূপন্তীর। রূপন্তী দেখল তার বুকে একটা টিকটিকির ছাপ পড়ে আছে। স্মলার অ্যান্ড স্মলার ছবির টিকটিকি।

সে...!

কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। দেখে অনেক পরে উঠল রূপন্তী। দরজা খুলে দেখল তার ঘরের দরজার একটা স্লিপ আটকে রেখে চলে গেছে স্বাতী,

'তুই না একটা...

কী?

ফোন করবি।

না, আমি ফোন করব।

Book House Pedia

না, রাতে ফিরে
কথা বলব।'
স্বাতী একটা ক্র্যাক।
কী লিখেছে?
কেন লিখেছে?
এইসব কী?
এইভাবে লিখলে টেনশন হয় না?
টেনশনিত হলো রূপন্তী!
কিন্তু ফোন করল না স্বাতীকে।
আজ...

অরিজিনাল মারজুক ঘুম থেকে উঠল। উঠে একটা মস্ত টিকটিকি দেখল। তার ঘরের ছাদে। ছাদে একটা মেঘের ছবি আছে। বৃষ্টির জলজনিত কারণে হয়েছে। সেই মেঘের কিনারে ওস্তাদ।

মারজুক বলল, 'গুড মর্নিং, বস্।'

মেঘমগ্ন থাকলেন টিকটিকি মহোদয়।

'চা-নাস্তা করছেন?' মারজুক বলল, 'নাকি মেঘ-নাস্তা করবেন? ব্যাপার না, করেন!'

মহোদয় শুনছেন?

মনে হলো না।

মারজুকের সন্দেহ হলো, 'আপনে কি কবির টিকটিকি বস্? গম্ভীর ভং সম্পন্ন ব্যক্তি?'

টিকটিকি ডাকল, 'টিক! টিক! টিক!'

'তাইলে বস জিরান আমি দেখতেছি।'

রিফাত চৌধুরীকে ফোন দিল মারজুক।

ফোন বন্ধ।

কবি কি ঘুমে?

Book House Pedia

এসএমএস করলে...?

ততক্ষণ টিকটিকি মহোদয় থাকবেন না।

আফসোস হলো মারজুকের।

পোষা টিকটিকি নিরুদ্দেশ, এই সময় ঘুমাতে আছে একজন কবিকে?

আয়না-মারজুক ঘুম থেকে উঠল।

দুপুর হয়ে গেছে এবং নির্ধারিত সময়ে হয়ে গেছে।

চারুকলা ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ফুটপাতে দেখা গেল আয়না-মারজুককে। অসম্ভব টিকটিকি প্রিন্টেড সবুজ টি-শার্ট।

না, সবুজ না, হলুদ টি-শার্ট।

না, হলুদ না, যে রঙের, এটাকে 'কুইন কালার' বলে মেয়েরা।

Book House Pedia

Book House Pedia

'সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ
আদেশক্রমে কর্তৃপক্ষ'

আয়না-মারজুক আবার পড়ল এবং হাসল।

সর্বসাধারণ!

আমজনতা?

আমজনতা!

জামজনতা।

কাঁঠালজনতা।

ঢেঁড়সজনতা!

সর্বসাধারণ!

এটা মাজার সংলগ্ন গেইট।

এই গেইটের ওপারে রূপন্তী। বসে ছবি আঁকছে কার্টিজ পেপারে। ইনস্টিটিউটের সামনের ছোট পন্ডটা আঁকছে। পুকুর না, 'পন্ড' বলে এরা। এটা ছোট পন্ড, ওটা বড় পন্ড– ঘাসপুকুর।

আয়না-মারজুক মগ্ন রূপন্তীকে দেখল।

তার টি-শার্ট এখন আবার দেখা যাচ্ছে সবুজ। টিকটিকি প্রিন্টেড।

সে আসবে এটা ভুলে গেছে রূপন্তী?

নাকি ইয়ার্কি?

ইয়ার্কি করেছে?

'পজ্খি!'

রূপন্তী ঘুরে তাকাল এবং আয়না-মারজুককে দেখে... কী বলা যায়? বিস্মিত হলো? বিচলিত হলো? আশ্চর্য হলো? না, কী?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো।

Book House Pedia

'পঙ্খি!'

'মারজুক ভাই, আপনি?' চোখ বড় হয়ে গেছে রূপন্তীর।

আয়না-মারজুক হাসল এবং গেইটের ভেতরে দেখা গেল তাকে। এই গেইটের বাইরে অবস্থান করছিল, এই ভেতরে কি করে ঢুকল? নোটিস ঝুলানো, তালা আটকা গেইট!

ব্যাপার না!

রূপন্তী দেখল টিকটিকিটা।

টি-শার্টে প্রিন্টেড টিকটিকি।

রূপন্তীর বুকের রক্ত ছলকালো!

স্মলার অ্যান্ড স্মলারের টিকটিকি এটা!

তার স্বপ্নের...!

আয়না-মারজুক বলল, 'কী পঙ্খি?'

'মারজুক ভাই! আপনি?', বিস্মিত রূপন্তী আবার বলল।

'মারজুক ভাই!' আয়না-মারজুক হাসল, 'আমি সে না, পঙ্খি। আমি আরেকজন। আরেকজন হইলে কী...?'

'আমি না বিলিভ...'

'সমস্যা আছে?'

'নাহ্! কেন?', রূপন্তী হাসল, 'আমিও সে নারে আরেকজন!'

'তুমি রূপন্তী।'

'রূপন্তী? নারে!'

'কী?'

'আমি সে না!', আয়না-মারজুককে মিমিক্রি করল রূপন্তী, 'আমি আরেকজন।'

আয়না-মারজুক হাসল, 'ব্যাপার না, আরে! তাইলে তো হইলই। তুমি আরেকজন। তাইলে আরেকজন, তুমি উড়বা? আমার লগে উড়বা?'

'পঙ্খি বললে।' রূপন্তী বলল।

'কী?'

'আরেকজন না, আমি পঙ্খি।'

'ব্যাপার না, পঙ্খি। পঙ্খি উড়বা?'

'উড়ব!' বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল রূপন্তী।

'এই সব নিবা না?'

Book House Pedia

'না থাক।'

থাকল আঁকার বোর্ড এবং সরঞ্জাম।

ইনস্টিটিউট থেকে তারা বেরুল এবং একটা রিকশা ঠিক করে উঠল। এই সময় ইনস্টিটিউটের দোতলায়, সামনের স্পেসে দেখা গেল আরেক কন্যাকে। আরেক রূপন্তী। কিংবা এই হয়ত প্রকৃত রূপন্তী। সে রিকশার আরোহী পঙ্খি রূপন্তী এবং আয়না-মারজুককে দেখল। তার চোখে চোখ পড়ল পঙ্খি রূপন্তীর।

পঙ্খি হাসল।

দোতলার রূপন্তীও হাসল।

আয়না-মারজুক বলল, 'হাসো কেন, পঙ্খি?'

'এ মা!' পঙ্খি বলল, 'উড়ব, উড়ব, উড়ব, হাসব না?'

'হাসো, পঙ্খি।' আয়না-মারজুক বলল, 'উড়বা, উড়বা, উড়বা... উড়াল আনন্দের!'

আজিজ মার্কেটের উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে তারা হাঁটছে।

আয়না-মারজুক এবং পঙ্খি রূপন্তী।

অরজিনাল মারজুক উপস্থিত মার্কেটে। আড্ডা দিচ্ছে 'বইপত্র' সংলগ্ন ফুটপাতে। ফোন বাজল এবং সে ধরল, 'কবি, কি? টিকটিকি পাইছেন? কই পাইবেন? কইলাম কবি আমারে পুষেন। আমারে টিকটিকি মনে হয় না? না...এই কথা আমিও শুনছি। আমার ক্লোন নাকি বাইরাইছে? আপনে কি তারে দেখছেন? দেখলে আমারে একটা ফোন দিয়েন কবি...।'

হেঁটে পরিবাগের দিকে চলে গেল তারা। আয়না-মারজুক এবং পঙ্খি রূপন্তী।

অরিজিনাল মারজুক তাদেরকে দেখল। ফোনে কথা বলতে বলতে দেখল। আনমনে। এই জন্যে ধরতে পারল না।

Book House Pedia

মেঘঘড়ি।
বোররাক।
টুল।
ক্যাম্পখাট।
অ্যাজ ইট ইজ।
এবং এখন ঘরে তারা দুজন।
আয়না-মারজুক এবং পঙ্খি রূপন্তী।

তারা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং আয়নায় তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না।

আয়না-মারজুক বলল, 'উড়বা, পঙ্খি?'

পঙ্খি হাসল।

'ডিটারমাইন্ড, পঙ্খি?'

পঙ্খি হাসল। মাথা দোলাল।

আয়না-মারজুক বলল, 'কী?'

'আমি তোর সঙ্গে উড়ব।', পঙ্খি বলল।

'ডিটারমাইন্ড?'

আয়না-মারজুকের হাত ধরল পঙ্খি, রিপিট করল, 'আমি তোর সঙ্গে উড়ব।'

'কই উড়বা, পঙ্খি? আকাশের মেঘে?'

পঙ্খি উড়বে।

'সব মেঘ এই আয়নার ভিতরে, পঙ্খি। তুমি যাবা? আয়নার ভিতরে?'

Book House Pedia

'শুধু মেঘ?'

'না পঙ্খি। ম্যালা রোদ, ম্যালা জোছনাও রাখছি।'

'তুই রাখছিস?'

'বিশ্বাস না হয়, পঙ্খি?'

হেসে ফেলল পঙ্খি। 'বিশ্বাস না হয়, পঙ্খি?' - এমন একটা টোনে বলল ভূত। বিশ্বাস না হয়...?

বিশ্বাস হয় পঙ্খির।

'চলো তাইলে যাই।'

'যাই, চল।' পঙ্খি হাসল। তার হাত ধরল আয়না-মারজুক। শক্ত করে ধরল।

পঙ্খি হাসল।

হাত ধরাধরি করে তারা দুজন একসঙ্গে ঢুকে পড়ল আয়নায়। আয়নার ভেতরের জগতে।

আর তাদেরকে দেখা গেল না।

ঘর এমন নিঃশূন্য আর নিঃশব্দ থাকল কিছুক্ষণ। তারপর, এতক্ষণ পর আয়নায় দেখা গেল গম্ভীর ভাইকে। আয়নার উপরে। কিন্তু তার ছায়া আয়নায় পড়েনি।

ভাই মনে হয় তার রাজ্যপাট দেখলেন। ঘরদোর, আয়না, বোররাকের ছবি। দেখে অসন্তুষ্ট হলেন না মনে হয়। অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।

'টিক! টিক! টিক!'

ভাই ডাকলেন। আর দেখা গেল আয়না অদৃশ্য।

'টিক! টিক! টিক!'

মেঘঘড়ি, টুল, ক্যাম্পখাট অদৃশ্য।

'টিক! টিক! টিক!'

Book House Pedia

বোররাকের ছবি অদৃশ্য।

'টিক। টিক! টিক!'

থাকল রোদ। থাকল জানালা। আর থাকল বিবর্ণ দেয়াল।

দেয়ালে ভাই।

গম্ভীর টিকটিকি।

ইনিই কি কবি রিফাত চৌধুরীর...?

হতে পারেন।

নাও হতে পারেন।

দুনিয়ায় টিকটিকি কি একটাই?

না।

'টিক! টিক! টিক!'

অদৃশ্য হয়ে গেল জানালা ঘরদোর।

এবং দেয়ালও।

ভাই কিছুক্ষণ ঝুলে থাকলেন শূন্যে। তারপর আর একবার ডেকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কেবল ভাইয়ের ডাক থাকল কংক্রিট-দূষিত শূন্যতায়।

টিক!

টিক!

টিক!

Book House Pedia